উৎসর্গ পত্র।

চির-জীবনানন্দ শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র গুপ্ত

অশেষ-গুণ-ভূষণ-বিভূষিতেষু—

ভ্রাতঃ!

নিসর্গজ প্রণয়-কুসুম কলিকা

অশেষ-অপার্থিব-কার্য্য-মিহিরে বিকশিত হইয়া হৃদয়ে

যে অতুল আনন্দ প্রদান করিয়াছে,

তাহার চিহ্ন স্বরূপ

এই গ্রন্থোপহার

সাদরে ত্বদীয় কর-কমলে অর্পণ

করিলাম।

পরম-প্রণয়াস্পদ

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত।

যশোহর-বেন্দা।

১লা আশ্বিন—১২৯০ সাল।

বীরোত্তর কাব্য ।

প্রথম সর্গ ।

শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত ।

[রাজা দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগত হইলে, একদা শকুন্তলা নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার বিষয় চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে দুর্ব্বাসা মুনি কণ্বাশ্রমে উপস্থিত হইয়া আতিথ্যবিষয়ে অমনোযোগ দর্শন নিবন্ধন ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক, শকুন্তলাকে এই শাপ প্রদান করেন যে, তুমি যাহার চিন্তায় আসক্ত হইয়া অতিথি সৎকারে বিরত হইয়াছ, সেই ব্যক্তি যেন তোমাকে বিস্মৃত হয়। এই শাপ নিবন্ধন রাজর্ষি দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একেবারে বিস্মৃত হইলে, শকুন্তলা এক বনচরের সহিত রাজার নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ বনচর একজন মুনি-কুমারের অনুগ্রহে রাজার নিকটে ঐ পত্র প্রদান করিলে, রাজা ঐ পত্রের নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন। পাঠকগণ, পূর্ব্বোক্ত শাপ প্রদানাদি বিবরণ মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল-নামক নাটকে বিস্তারিতরূপে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।]

পাইনু তোমার লিপি, সুলিপি-কুশলে,
তরুণ-তপন-সম-তেজোময়-কায়
বনচর-সহচর মুনিসুত-করে ;
দূর-বন গন্ধ যথা গন্ধবহ নরে

বিতরে, অথবা, নব হ্রদের বারতা
দেয় যথা নব নদ নীরধি-নিলয়ে,
তেমতি বলিলা মুনি তব বিবরণ ;
দিনু প্রতিলিপি শুভে, তাঁর সনে এবে।
কে তুমি, কে শকুন্তলা, জানি না জীবনে,
প'ড়ে লিপি ক্ষণকাল মুনি-মুখ পানে ১০
চাহিয়া রহিনু, ভাব-শূন্য-দরশনে,
অশনি-আহত-সম অচল-শরীরে।
হেরিনু বিস্ময়ে ভয়ে কিছুকাল পরে
আপাদ-মস্তক তাঁর কম্পমান-কায়ে,
দেবলীলা মায়াজাল অন্তরে ভাবিয়া ;
তপোধন, আজীবন সত্য-পরায়ণ, --
উদিত তপন যদি প্রতীচী-গগনে,
ধরে যদি শীতলতা কখনো অনল,
ফুটে যদি ফুলকুল হিমানী-ধবল
গিরির শিখর-দেশে, তথাপি রসনা ২০
যাঁর অনৃত কথনে নহে ক্ষণতরে
রত, শুনি তাঁর বাণী, বিগত সে ভয়,
গত নহে সে বিস্ময়, যথা সুলোচনে,
রজনীর সনে নিদ্রা, তিমির-নিচয়
আসিয়া, হেরিয়া শশী; পলায় কেবল
আঁধার, না যায় তায় নিদ্রা মায়াবিনী।
পূততম-তপোবন-ত্রিদিব-বাসিনী
সুরাঙ্গনা-সম রামা করহ গ্রহণ

এ প্রতি-প্রণাম মম, মহত-পালিতে !
রয়েছি তোমায় ভুলি, বলিব কেমনে, ৩০
স্মৃতি-গত নহে মম শত সুচিন্তনে
শোভনে, তোমার সহ মিলন জীবনে।
লিখেছ স্মরণ-তরে নিকুঞ্জের কথা,
বিকশিত সুবাসিত বিবিধ বরণ
কুসুম-নিকর যথা, মঞ্জুল গুঞ্জরে
মধু-লোভী অলিকুল, প্রবাহিত সদা
প্রবাহিণী তরঙ্গিণী মধুর-নিনাদে,
সুশীতল সমীরণ যথা মৃদু মৃদু
বহিয়া, বিতরে সদা আনন্দ-নিকর,
কোকিল-কাকলী যথা অনঙ্গ-আবেশ- ৪০
রহিত প্রমোদ দান করে দিবানিশি।
শান্তি-নিকেতন হেন তপোবন-পদে
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ হায়, হয়েছে যাহার
তব সহ, নহি আমি তব সেই জন,—
বিষম মদন-শরে বিকল-হৃদয়।
তাই হে নবীনে, এবে জিজ্ঞাসি তোমায়
পতিভাবে সম্বোধিছ মোরে বরাঙ্গনে,
কি হেতু ? নিখিল-ধরাপতি ভাবি মনে ?
অথবা, কান্তের বাণী, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
অভ্রান্ত ভাবিয়া চিতে—প্রবঞ্চনা-রত, ৫০
মলিন-ইন্দ্রিয়-সুখ-লোলুপ যে পাপী ?
তাই কি এ ভ্রম তব, যথা ভ্রান্তা সতী

অহল্যা, গৌতম ভাবি হায় রে বিভ্রমে
আলিঙ্গিলা পুরন্দরে—কুহকী কামুক।
কিংবা, মম সম-নামা অপর নৃপতি
অবিদিত-কুলশীল নামের মিলনে,
তোমার হৃদয়-কারা-বন্দী প্রেম-পাশে?
অথবা, কি, মেনকার সু-গর্ভ-সম্ভবে,
ক্ষম মোরে, জননীর অনুরূপ ভাব
ধরেছ রহিয়া এবে তাপস-মণ্ডলে, ৬০
কনক-লোলুপে যথা খনিতে ফণিনী
কিংবা, হুতাশন-শিখা নাশে নিশাহোমে
পরিণাম-জ্ঞান-হীন পতঙ্গে যেমতি?
কি হেতু এ সম্বোধন, (চির-অনুচিত
জিতেন্দ্রিয় সত্যসন্ধ পুরুরাজ কুলে)
করিছ সে কুল-জাতে? হা ধিক্, কি কভু,
কেশরি-শাবক ধরে সারমেয়-রীতে?
কভু কি ললনে, রত স্বরগ-নিবাসী
নরকের দুখময় ঘৃণাময় ভোগে?
তাই এ কামনা তব হইল বিফল। ৭০

চাহ যদি কুল-পতি-পালিতে, রতন,
পূরা'ব বাসনা, নানা মণি-বিতরণে,
মহেন্দ্র মহীর যথা ঘন বরষণে;
নানাবিধ রাজভোগে যদি মন তব,
ভানু-দরশনে ফুল্ল সুমনঃ-সমান
লভিবে আনন্দ তবে শশিকুল হ'তে;

কিঙ্কর-কিঙ্করী-শতে হ'তে পরিবৃত,
এ আশা মানসে যদি, কহ, পূরাইব
দিয়া তোমা চারুকায়া বহু দাসী আর
মদনের মদহারী কিঙ্কর-নিকর। ৮০
যদিচ নিতান্ত তুমি রাজরাণী-পদ
কর লো কামনা ধনি, উচ্চ-আশাবতি,
(নিম্নগা-প্রবাহ যথা গিরিবর-লাভে
বিরচিতে প্রস্রবণে নগের লঙ্ঘনে,)
তবুও বিষাদ নাশি পূরাইব সাধ,
শান্ত কান্ত জন সনে মিলা'য়ে তোমায়
সঁপি জনপদ-চয়, তাপস-লালিতে!
চি :-আতিথেয় ধনি, পৌরব-সন্তান।
"কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসী ভাবে পা দু খানি—এই লোভ মনে,— ৯০
এই চির আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!"
কেমনে পূরিবে তব এ আশা ললনে,
সাগর-সঙ্গম-বারি জাহ্নবী বহিয়া
হায় রে, কেমনে যাবে গোমুখীর মুখে?
যাচক বিফল নহে কভু মোর দ্বারে,
তৃষাকুল জন যথা লভি নদীকূল,
সত্য বটে, দেখ ভবে সর্ব্বস্ব বিতরি
কে করেছে যাগে, রবি-শশি-কুল বিনা?
পর-নারী-পরাঙ্মুখ-প্রবৃত্তি পৌরবে
প্রেম-ভিখারিণী কিন্তু, বঞ্চিতা সতত, ১০০

কেবল বঞ্চিতা নহে—শাসিতা, দণ্ডিতা
হয়েছে ভারতে বহু, তেঁই সাবধানি।
প্রেয়সী-মহিষী-গঙ্গা-সঙ্গমে সুখিত
আর্য্যতেজা মহাবীর্য্য ব্রহ্মপুত্র নদ
যায় কি কখনো কর্ম্মনাশা সহবাসে ?
সরসী-উরসি সদা সুষমা-দায়িনী
নলিনী সুখিনী যেই ভানুর মিলনে
কুমুদিনী সে তপনে পায় কি কখন ?
পায় কি কখন স্থান নৃপ-রসনায়
মুনি-ভোগ্য ফল-মূল ? হায় রে, কেমনে ১১০
ভীম-প্রভঞ্জন-যোধী গম্ভীর-নির্ঘোষী
অম্বুদ হৃদি মন্দিরে সৌদামিনী বিনা
স্তিমিত-প্রদীপশিখা শোভিবে, শোভনে ?
হা ধিক্, মাধবী বিনা ইতর লতায়
কে মিলায় সহকার তরুবর সনে
আপন মনের সুখে ? কে হেরেছে কবে,
উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল সতত
জলধি হৃদয়ে হায়, নীচ বীচিচয়—
ক্ষুদ্র-নদ-হৃদি-শোভী, লভিছে ললনে,
ক্ষণেকের তরে স্থান ? ধরিবে কেমনে ১২০
তপন হৃদয়ে, ত্যজি মরীচি-মালায়,
সামান্য শিখায়—মৃদুল মারুত তেজে
নিরবাণ যার প্রথিত জগতী-মাঝে ?
আ মরি, জীমূত-চয়-বিতরিত সুধা

করে পান চিরদিন উদার-প্রকৃতি
চকোর সুমতি যেই, কভু কি কামনা
হয় তার কূপগত কু বারির পানে ?
হা ধিক্, কামুকী-হিয়া কেমনে মিলিবে
আর্য্য তেজে প্রজ্বলিত তেজস্বী হৃদয়ে ?
কেমনে অনঙ্গ-শরে আকুল-হৃদয়া ১৩০
জিতেন্দ্রিয় জনে যাচে লজ্জাহীন মনে ?
কি লজ্জা, কেমনে হায়, ও পাপ লেখনী
লিখিল এ হেন পদ অসম সাহসে—
"প্রাণেশ্বর, প্রাণ-নাথ," পরের রমণী-
কর-গত হয়ে, তপোধন-নিকেতনে ?
কিংবা, শকুন্তলে, তুমি মুনিগণ-মাঝে
সুধাংশু-মণ্ডলে দীপ্ত কলঙ্কের রেখা ;
অথবা, অনন্ত-রত্ন-গেহ হিমালয়ে
হিমানী—নিখিল নর-শিরো বিদারিণী ;
কিংবা, কম্বুমালা তুমি রতন-আকরে ১৪০
বিবিধ অমূল্য ভবে রতনের সনে ;
অথবা, কি সমুজ্জল দীপ-তপোবনে
মলিন শিখার অংশ—অঙ্গার-পূরিত !
কিংবা, কি কণ্টক কণা কমল-কাননে ?
হায় রে, কি পাপে ধাতা লিখিলা এ ভালে
এ পাপ লিপির পাঠ—লজ্জা-মসীময়ী ?
সুবিমল তপোবনে হায়, কি কারণে
স্থাপিলা এ মায়াবিনী, কি নিয়ম-দোষে ?

হায় রে, নন্দন-বন-সৌরভ-নিচয়ে,
কি হেতু এ পূতিগন্ধ সুগন্ধ-নাশকে ১৫৯
করিলা সন্ধান বিধি, বিধি-বিড়ম্বনে ?
কি পাপ, মোহিনী মায়া বোঝা ভার তোর,
রে দুরাশা কুহকিনি ! নিশার স্বপন,
তমোময়ী যামিনীর ক্ষণিক দামিনী,
নিদাঘ-তপনে মরু-জাত মরীচিকা,
রতি-বিনিন্দিত-রূপা সুষমাশালিনী
দৃষ্টিমাত্র অনঙ্গের সঞ্চার-কারিণী
মোহিনী নব-যৌবনা বিষ-কন্যা(১) আর,
এ চারির সম তুই ক্ষণিক সুখদা
আপাততঃ, কিন্তু শেষে অশেষ-দুখদা ; ১৬০
মায়াবিনি, নর-নারী-মানস-রঞ্জিনি,
বিষম কুহকে তোর হ'ল ছারখার
এ ভব-ভবন ; এই যে কৃশাঙ্গী লতা
ধরাতল-গতা, (উঠিতে শকতি-হীনা
মহীরুহ-শিরে) উন্নত-নগেন্দ্র-শৃঙ্গে
লঙ্ঘিবারে চায় হায় এবে অভাগিনী ;
এ প্রভাব, প্রভাবিণি, কাহার বল না ?
"হায়, আশা মদে মত্ত আমি পাগলিনী"

(১) এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ব্বতন রাজগণ কতিপয় সুন্দরী কন্যাকে বাল্যকালাবধি বিষপান অভ্যাস করাইতেন, পরে যৌবনাবস্থায় উঁহাদিগকে বিপক্ষ নৃপতির বিনাশার্থ তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিতেন, ঐ সকল কন্যাকে বিষকন্যা কহে।

"চির-অভাগিনী আমি, জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে," সত্য এ বচন ১৭৫
তব, বিশ্বামিত্র-সুতে! কামুকী মেনকা—
(চির-পরিচিতা কামী সুর নর-কুলে)
ধরিয়া গরভে তোমা, ত্যজিলা শৈশবে,
ত্যজিলা জনক তব, ভূমিষ্ঠ না হ'তে,
ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ যিনি, ঘৃণিলা তোমায়
যৌবনে বঞ্চক পতি—গতি নীচ পথে।

"কোন্ দোষে কহ, শুনি দোষী শকুন্তলা"
জিজ্ঞাসিছ মোরে, দোষী নহ অন্য হেতু
মেনকা-তনয়ে, সত্য, কিন্তু তাত কণ্ব,—
আশৈশব সুপালিত যাঁর স্নেহ-বলে ১৮০
জননী-জনক-স্নেহে সুবঞ্চিতা তুমি,
তাঁর অনুমতি বিনা ভাবি নরেশ্বর,
প্রাণেশ্বর প্রতারকে করেছ অবলে,
যৌবন-চাপল-বলে, তেঁই দোষী তুমি।
হোম-ধূমে দৃষ্টি-হীন হোতা জন যথা
আহুতি হুতাশ-মুখে দিতে দূরে ফেলে,
তেমতি যৌবন-ধন-অরপণ তব
হয়েছে অপাত্রে বালে, বুঝি অনুভবে।

"এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধ-বেশে আসি বধিলে তাহারে ১৯০
নরাধিপ?" সমুচিত নহে এ বচন,
কিন্তু সেই নরাধিপ নবীনে, তোমার

নব রাজ্য ও হৃদয়ে, সত্য এই বাণী।
আসিবেন যবে ফিরি গেহে কুলপতি
তাত কণ্ব, এ বারতা বলিও তাঁহারে,
তপোযোগে জানি সেই মহাযোগী জন
বলিবেন নাম, ধাম, পরিচয় তার—
হরেছে মানসাকাশ-সুখ-সুধাকরে
রাহুরূপে যেই জন, কিংবা, মধুরূপে
হৃদয়-কানন যেই করেছে মোদিত ২০০
সুখের কুসুমচয়ে ; মন্দ কথা ক'য়ে
যবে নিন্দে, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, বালে,
পরাণ-বল্লভে তব, ব'লো এ কাহিনী
জানা'তে ত্বরায় তব দুখ-অন্তকারী
মহামনা মুনিকুল-কমল-তপনে।
হায় রে, কোকিলা জানে কত চতুরতা
না শিখে অপর কাছে, জগতে বিদিত—
পরের ঘরেতে রেখে নিজ সুত-সুতা
অবাধে বেড়ায় ভবে, তাহে এ মানবী—
চতুর-কুশিক-মনোনন্দন-নন্দিনী, ২১১
কেন না শিখিবে হায়, হেন চতুরতা ?

ইতি বীরোত্তর কাব্যে দুষ্মন্ত পত্রিকানাম
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

(তারার প্রতি সোম।)

[সোমদেব (চন্দ্র) দেবগুরু বৃহস্পতির নিকটে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক গুরু-দক্ষিণা প্রদানান্তে বিদায় গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করিলে, বৃহস্পতি-পত্নী তারাদেবী চির-সঞ্চিত প্রেমে একান্ত আকুল-হৃদয়া হইয়া তাঁহার নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সোমদেব তাহার নিম্ন-লিখিত উত্তর প্রদান করেন।]

ছিনু ভুলি ভূত কথা কালের চলনে,
উদিত হৃদয়ে আজি কিন্তু পড়ি তব
প্রেম-লিপি—সুখময়—অতি-ভীতি-যুত ;
নীরস সরসে যেন সঞ্চরিল মীন,
লভিয়া সলিলরাশি বারিদ-প্রসাদে।
যে দিনে—কুদিন বিনা কি বলিব আর ?
যে দিনে গুরুর গেহ-শান্তি-নিকেতনে
পশিনু প্রথমে আমি, নাচিল সহসা
বাম আঁখি ; রবিল অশিব শিবাদল ;
কাঁপিল অধীর হিয়া, যথা ভূকম্পনে 	১০
তরু-কুল ; শুকাইল মুখ মুহুর্মুহুঃ
বিকারে [illegible]গীর যথা ; কিন্তু ক্ষণ পরে
হইল সে ভাব গত, মানস-অয়স

তোমার মোহিনী ছবি-চুম্বকে চুম্বিত
হইয়া, হইল স্থির ; হায় রে, যেমতি
সুচঞ্চল, বোধ-হীন পতঙ্গ তাবত,
যাবত না লভে সেই দহনের শিখা—
জীবন-নাশিনী ; মিলিল এ দু নয়ন—
হায় পাপময়, ও পূত নয়ন সনে,
স্পন্দিল অমনি মম বামেতর ভুজ, ২০
উদিল মানসে আশা—শান্তি-বিনাশিনী।
শুনিনু অমনি আমি চমকি এ বাণী—
আকাশ-সম্ভবা, "সম্বর মানসাবেশ
ভাবি-সুখ-নাশী অবশঃ-কলুষময়,
সুধা ভাবি কবে রত সুরার সেবনে
বৈদিক দ্বিজের মন ?" কিন্তু দৈব দোষে
প্রবৃত্তি-পূরিত মনে এ নিবৃত্তি-বাণী
অবকাশ নাহি পেয়ে করিল পয়ান,
সুজন অধম-বাসে ক্ষণিক নিবাস
না পায় যেমন, কিংবা, যথা ধর্ম্ম কথা ৩০
হায় রে, অধর্ম্ম-রত মানব-হৃদয়ে।
কমল-নয়নে, অয়ি সুচারু-হাসিনি,
ও মুখ-পঙ্কজে যবে স্মরি মনোমাঝে,
তখনি হৃদয়-করী অরির বন্ধন
ভাবে লজ্জা-রজ্জু-চয়ে, করে বিসর্জ্জন
গভীর কলঙ্ক-পঙ্ক-মগন-শঙ্কায়
হায় রে অমনি, কৃতজ্ঞতা-মুকুতায়

ফেলে আস্ফালিয়া—অতুল জগতে যাহা।
ধায় সে কমল-বনে যথা তারারূপে
বিরাজে নয়ন-তারা কমলিনী ধনী, ৪০
হায় রে, যথায় রহে দেহান্তর মাঝে
এ দেহ-পিঞ্জর-পাখী ; প্রেয়সি, হা ধিক
গুরুপত্নী তুমি, কেমনে এ পাপ মুখে
বলিনু এ বাণী এ পাপ রসনা-বশে,
লিখিনু কেমনে হায়, লিপির মাঝারে ?
হায় রে, দোলার সম দুলিছে হৃদয়
কোটিযুগে পুনঃপুনঃ, পড়েছি অনন্ত
বিপদ সাগরে, নাহি হেরি স্থল-কূল,
কে করিবে পার মোরে এ ঘোর সঙ্কটে ?
যবে স্মরি গুরুপদ, সে অতুল স্নেহ, ৫০
ভাবি জ্ঞানদাতা জনম-দাতার সম,
মনে করি সুরগুরু অনল-সমান
তেজস্বী, মনস্বী ক্ষম অভিশাপ দানে
নাশিতে এ ত্রিভুবন, (গর্ব্বিত নিয়ত
দেবেন্দ্র চরণ-অরবিন্দে নত যাঁর)
তখনি অশনি-সম স্মৃতি দুখময়ী
বিদরে হৃদয়-গিরি, আসন্ন-সুফল
অভিলাষ তরু নাশি, বিষম ভীষণ
স্ব-তেজে আকুল করি আশার অঙ্কুর ;
অমনি অধীর ভাবে হই হত-মতি, ৬০
দুখে দহে হিয়া (যথা দাবানল বনে)

হায় রে, অমনি মম, সহসা হৃদয়ে
সহস্র বিশিখ যেন পশে বিষ-মুখ ;
তারা-হারা হ'বে ভয়ে যেন এ নয়ন
নিয়ত গলিত-বারি করে বরিষণ
ধুইতে দুখদা স্মৃতি, হায় রে তখন।

সলিল-মগন জন ক্ষণেক যেমতি
কূল-গত ভীতি হ'তে পায় পরিত্রাণ,
তেমতি এ মন যবে হয় নিমগন
প্রেমের চিন্তনে তব, তখনি বিগত ৭০
দুখদা পূরব-স্মৃতি, কিন্তু, ক্ষণ পরে
নিমগনে যাদো-গণ সম এই দীনে
সুর-নর-নিন্দা-ভীতি পীড়য়ে অমনি,
কাদম্বিনী, কমলিনী-সুমিলন-বাধে
যেমতি নলিনী-পতি তরুণ তপনে।

কলঙ্কী শশাঙ্ক ভবে জানে ভূত-লোক,
জানুক ভাবীর নর, কিবা দুখ তায় ?
কিন্তু, হায়, মান্যতম এ তিন ভুবনে
অ-কলঙ্ক কুলে কালী-কলঙ্ক কেমনে
লেপিবে ললনে, তুমি, হায় রে কেমনে ৮০
উদিত মিহিরে হেরি না হ'য়ে মোদিত
বিকশিবে কমলিনী শশীরে হেরিয়া ?
কিংবা, যদি ভ্রান্তি মম, নহ কমলিনী
সুরগুরু-সুর পাশে কুমুদিনী তুমি,
তবে কেন সুবিলম্ব শুভে, আর এবে

এ শুভ বিষয়ে বল, এ শশীর পাশে
হও গো উদিত আশু তারারূপে তারা,
অধীর হৃদয়ে কেন সু-অধীর কর
অকারণে আর ? এস গো, তটিনী রূপে
রাখিব গোপনে মিলা'য়ে হৃদয়ে তোমা ৯০
জলপতি রূপে, অথবা, দামিনী রূপে
ঘন-বর হ'তে পশ এ ঘনের মাঝে।
 কি আর বলিব তোমা, হাসি আসে মুখে,
করেছি শকতি-মত সু-দক্ষিণা দান
গুরুপদে, গুরুপত্নি, চাহিছ দক্ষিণা,
লভিবে দক্ষিণা দীক্ষা-প্রদানের পরে।
 "ত্যজিয়া যাহার তরে ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে", কেন তার সনে
না মিলিবে বিহঙ্গম মনোরথ-গতি ১০০
(জীবনে বন্ধন-দুখ নাহি বোধ যার)
পিঞ্জর-বাহিরে রহি যেই প্রেমাকুল
পিঞ্জর-বাসিনী নিজ পরাণ-জায়ার
অধরে অধর দানি, লভে সুধা-ধন
পরস্পর, বাঁধি বুক অসম সাহসে !
 "তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি"
পড়ি এ বচন তব, আনন্দ-সন্দোহ
উদিল হৃদয়ে মম, কিন্তু ভয় এই—
যথা বন-লতা নীহারে নিদয় হেরি

আদরে মধুরে—মধুময়, ফল-আশে ১১০
শেষে সেই নিজকান্ত বসন্তে ত্যজিয়া
রত হয় দুখময় নিদাঘ-সেবনে,
(ভ্রমরী মধুর আশে ভ্রমে যথা সদা
ফুল হ'তে ফুলান্তরে অন্তর বাঁধিয়া)
তেমতি কি মন তব হইবে রূপসি,
প্রেয়সি ! হা ধিক্, তোরে পাপ-চিন্তা, এবে।
ক্ষম দাসে, কান্তে, ক্ষম অশান্ত মানসে।
প্রাণ-কান্তে, মাস-অন্তে বিহগী চকোরী
উজল মূরতি মম হেরে একবার ;
ভূতলে পঙ্কিল জলে করিয়া নিবাস ১২০
কুমুদিনী তপোবলে লভে মম কর
নিশায় কেবল ; রোহিণী আকাশ-পথে
করিয়া ভ্রমণ না পায় হৃদয় মম
দরশন বিনা ; কি হেতু তাদের সনে
সপত্নী-সুলভ হেন ভাব তব দেবি ?
আইস হৃদয় মাঝে, বাঁধ প্রেম-পাশে,
রাখিব যতন করি হৃদয়ে তোমায়
চিরদিন, এক প্রাণ র'বে দুই দেহে।
অভেদ-ঝরণা-জলে সুপোষিত যথা
নদী নদ, ধরে প্রাণ তার একতর ১৩০
ধরিলে অপরে, ত্যজে পুনঃ, সুহাসিনি
করাল কালের করে অন্যতর-নাশে,
তেমতি সুভগে, মোরা ধরিব জীবন।

গোপনে পীরিতি-রত যে জন জগতে,
অনুপম সুখী সেই, কিন্তু দুখ এই—
সে কাজে বিবিধ বাধা বিধির বিধান।
বসনে আবৃত বহ্নি কতকাল তরে
অগোচর থাকে ভবে? হায় রে, ক দিন
প্রবল তটিনী-বেগ নিবারয়ে বাঁধ,—
তুচ্ছ উপাদান যার, ভাবি দেখ মনে। ১৪০
গুরুর পূজন হেতু ফুলচয় যবে
তুলিবারে, ফুলবনে পশিত এ দাস,
পাইত এ তোলা ফুল, কিন্তু ভাবি দেখ,
যেমন সাজা'তে তুমি সাজির মাঝারে
(আনিয়া দিতেম যবে সে সাজি তোমায়)
তেমন না পে'তে কভু, উলটি পালটি
সাজাতেম মনোমত রসিকে, তোমায়
জানা'তে এ মনোভাব, সাজাতেম মরি—
সবার উপরি শুধু স্মরণ ফুল,
তার নীচে চারু-গন্ধি কুসুম-নিচয়ে, ১৫০
কদম্ব-যুগলে তার নিম্ন দেশে রাখি
হায় রে, সবার নীচে পত্র-পুট মাঝে
স-মধু কুসুম-অংশ অশেষ যতনে
রাখিতাম, লভিব যা ক্রমশঃ, তোমার
রসবতি, বুঝ এবে এ মনের ভাব
অনুভবে, প্রকাশিয়া বলিব কেমনে?
গোপাল লইয়ে যাবে গোপালের বেশে

পশিতাম গোচারণে গুরুর আদেশে
আনন্দে, তখন মনে ভাবিতাম আমি,—
বুঝি রাধা রূপে তারা আয়ান-ভবনে ১৬০
রয়েছে এখন, বিনা সে বীণার রব
আসিবে না কুঞ্জে কভু, তেঁই প্রেমময়ি,
ধরিয়া অধরে বাঁশী, ত্রিভঙ্গ-আকারে,
সাজিয়া কানন ফুলে—বিবিধ বরণ,
কত যে পীরিতি গীত গেয়েছি তখন
পরাণ-প্রেয়সি, তাহা কহিব কেমনে ?
হেরি হরীতকী স্থলে সজ্জিত তাম্বূল
কুশাসন বিনিময়ে কুসুম-শয়ন
হায় রে, শয়ন ধামে, বলিতাম মনে
কেন এ যতন প্রিয়ে, কর অসময়ে, ১৭০
দুখরাশি বিনা সুখ না হয় মহীতে ;
হায় রে, দুখের বাধা বিষয়-বিশেষে
হয়েছিল, তাই কি গো হতেছে এখন
সুখের ব্যাঘাত যাহা সহে না পরাণে !
প্রণামের ছলে যবে ও চরণ-যুগে
পড়িতাম এ জীবন সঁপিবার তরে,
"মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণ-পতি,
মান-ভঙ্গ আশে নত দাসীর চরণে !"
ভাবিতে পরাণ, তুমি মুদি আঁখি যুগ
তব প্রেম-লিপি পাঠে জানিনু এখন ; ১৮০
কিন্তু, আমি ভাবিতাম অপর প্রকার ;

হায় রে, প্রেমের হিয়া সংশয়-পূরিত।
সে দিনের কথা প্রাণ, পড়ে কি গো মনে—
যে দিনে প্রণাম পরে উঠিবার কালে
অবশ হৃদয়-যুগ প্রেমের আবেশে
ক্ষণেকের তরে মরি মিলিল সহসা,
অমনি উদিল হাসি উভয় অধরে,
প্রেয়সি, সে দিন হ'তে জেনেছি নিশ্চয়,
ও হৃদয় বিনা মম সুখ নাহি ভবে।
"জীবন মরণ মম আজি তব হাতে" ১৯০
এ বাণী উভয়-বাণী জানিবে সরলে!
পীরিতি জগতে হায় কভু কার করে
না থাকে জীবন ভার, যথা সুলোচনে
পর-কর-গত-প্রাণ দিবা, দিনমণি।
কি দোষ তোমার প্রিয়ে, কেন তবে এবে
লিখিলে "ক্ষমিও দোষ"? পশিব পরাণ,
আজি কুসুম-কাননে—কুমুদী-শোভিত
সরঃ-সমীপে নিশীথে, বিতরিতে কর
যথা যাই যথাকালে, যাইও তথায়,
যথা চন্দ্রভাগা যায় মিলিতে সুদূরে ২০০
অদূর-নিবাসী সিন্ধু নদের সহিত।

ইতি বীরোত্তর কাব্যে সোমদেব পত্রিকা নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

(রুক্মিণীর প্রতি দ্বারকানাথ।)

[পুরাণে দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু-অবতার এবং ভীষ্মক-রাজপুত্রী রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং ইহাঁরা চিরকাল দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ। রুক্মিণীর যৌবনাবস্থায় তদীয় ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম, চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, তিনি দ্বারকানাথের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঐ পত্রের নিম্ন-লিখিত উত্তর প্রেরণ করেন।]

সঁপেছ স্বপনে হেরি যায় কায়-মনঃ,
বরেছ বরণ দেবি, বর ভাবে যায়,
জানিনু যোগের বলে সেই ভাগ্যবানে,
বলিলা সে জন যাহা, শুন, গুণবতি!
"কেন ভুল ভুত কথা বৈকুণ্ঠবাসিনী
কমলে, কমলালয়ে, দেহান্তর-লাভে?
ছিনু মোরা যবে বসি বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে
অভিন্ন-হৃদয়ে ভিন্ন দেহ মাত্র ধরি
একাসনে, আসিলেন ধরণী তখন
আকুলা অসুর-ভারে, বিরস-বদনা;
হায় রে, জলদ-মালা সলিলের ভারে
কাতরা, নগেন্দ্র পাশে যায় রে যেমতি।

ভূ-ভার হরণ তরে করি অনুরোধ
কাঁদিলা অবনী মরি বিনিয়া বিনিয়া
কত যে, পড়ে কি মনে শোভনে, এখন ?
যাহে সুকোমল তব গলিল হৃদয়,
ঝরিল নয়নে নীর, চির-দয়াময়ি,
অভিন্ন-হৃদয় মম টলিল হৃদয়
সহ-অনুভূতি বশে বলিনু ধরায়
হরিব এ ভার তব দেহান্তর ধরি, ২০
অচিরে যাইবে দুখ বসুন্ধরে, তব
যাও ফিরি নিজ স্থানে, অমোঘ জানিবে
শুভে, মম দরশন, অবশ্য পালিব
নিজ অঙ্গীকার, ভুঞ্জাইব সুখ তোমা ;
কিন্তু হায় দেহান্তরে দুখ নানাবিধ,
বিশেষ কমলা বিনা না পারি রহিতে
ক্ষণ কাল, এত কাল রহিব কেমনে ?
শুনিয়া এ বাণী মম বলিলা তখন
পরাণ-বল্লভে, তুমি মধুময়-স্বরে—
যেন রে অমৃত-বিন্দু লাগিল ঝরিতে ৩০
অমৃত-আধার হ'তে, অথবা, জাহ্নবী
যেন জগত-পাবনী সুধা-রসময়ী
ঝরিলা মহেশ-শিরঃ-পূত-দেশ হ'তে।—
'প্রাণ-নাথ, ক্ষণ-কাল দাসীর বিহনে
রহিতে না পার তুমি, এ-হ'তে সৌভাগ্য
কিবা এ দাসীর আর ? হায় রে, জগতে

নারীর পরম ধন রমণ-সোহাগ ;
কিন্তু, কান্ত, এ কিঙ্করী (পারিলেও তুমি)
পারে কি সহিতে কভু বিরহ-দহন
অবলা ! লভিলে তুমি ভূতলে জনম, ৪০
জনমিবে দাসী দেব, তব পদাশ্রিতা,
চিরারাধ্য—যোগিধ্যেয় সর্ব্ব-সুখাকর
ও পদ-পঙ্কজ-যুগ সেবিবার তরে।
জগতী মাঝারে সভ্য ভব্য গুণাকর
প্রথিত ভারত ভূমি ধরম-নিলয়,
তাহে রবি-শশি-কুল অতি সমুজ্জল,
কোন্ কুল উজলিবে জনম গ্রহণে ?
চির-শুদ্ধি দিবে দেব, তুমি সুতরূপে
জনমিয়া ? রবি-কুল উজলিলে নাথ,
ত্রেতা যুগে, এই যুগে পশ শশি-কুলে, ৫০
তা' হলে সে কুল-নাম র'বে চির দিন—
যত দিন সে কুলের আদি পিতা শশী
রহিবে গগন ভালে, বলিনু তখন
কেন না হইবে তব মনোভাব হেন
যে ভাব উদিত মম মানস-আকাশে,
তাই আমি চির দিন প্রেমাধীন তব ;
জনমিব যদুকুলে দেবকী-গরভে
মহামতি বসুদেব-ঔরসে এবার
উদ্ধারিতে কারা-বদ্ধ কংসের নিলয়ে
দম্পতিরে, বসুধার হরি ভারচয়, ৬০

আসিব কমলালয়ে, এ বিমল দেশে
তব সনে, উজলিবে কোন্ কুল তুমি,
যেমতি হীরকমণি আঁধার নিলয়ে
প্রিয়তমে ? বলিলা তখন প্রেমময়ি,
আনন্দিত করি মম চিন্তিত হৃদয়ে
মধুময়ী এই বাণী, হায় রে, বিতরে
সুধাংশুর অংশুমালা চির-সুধাময়ী
চকোরে আনন্দ যথা পূর্ণিমার দিনে।
(ভারত-বরষ-বাসী ভীষ্মক ভূপতি
সুশীল কুলীন গুণী শূর মহাবীর ৭০
ভূভার-হরণ পরে র'বে যার কুল
ঔরসে জন্মিব তার, শুনি এ কাহিনী
উদ্দেশ্য সিদ্ধির হেতু আনন্দিত মনে
করিলা গমন বসুন্ধরা নিজ স্থানে,
যথাকালে জনমিনু মোরা যথা-কুলে।
কেন তবে এত ভীতা প্রিয়তমে, এবে
অপর-গ্রহণ ভয়ে ? অলি চির-দিন
লভে মালতীর মধু, মোহিয়া গুঞ্জনে,
কেবল চীৎকার সার ভেক-ভাগধেয়ে।
শিশুপাল নরপাল চেদিদেশ-পতি ৮০
বীরবর সত্য বটে, কিন্তু, কান্তে, যদি
শোন তার কথা, বিস্ময় মানিবে মনে !
ভূমিষ্ঠ হইল যবে অশিষ্ট দানব
শিশুপাল চতুর্ভুজ-ধারী ত্রি-নয়ন,

বিকট রাসভ স্বরে করি ঘোর রব ;
তখন জনক তার চেদিদেশ-পতি
দমঘোষ, অলক্ষণ হেরিয়া সন্তানে
জায়া, মন্ত্রী, পুরোহিত সহ সুমন্ত্রণে
ত্যজিতে বাসনা তায় করিলা যেমন,
অমনি আকাশ-দেশে হইল এ বাণী— ৯০
"হে ভূপাল এই শিশু হ'বে মহাবল
ত্যজো না কখনো এরে, যেই বীর-করে
হইবে নিধন এর, অঙ্ক-দেশে তার
রাখিলে, পড়িবে ভুজ যুগল অধিক,
পঞ্চশিরা ভুজঙ্গম সমান ভূতলে,
বিলুপ্ত হইবে আর তৃতীয় নয়ন,
অস্তমিত তারা যথা ভানু দরশনে।"
শুনি এ আকাশ-বাণী ত্যজিলা ভূপতি
ত্যাগের বাসনা তার, হইল আগত
অগণন রাজগণ নানা দেশ হ'তে, ১০০
অঞ্জনা-নন্দনে যথা অমর-নিকর,
তেমতি অদ্ভুত সুত হেরিবার তরে।
করিয়া যতন সবে, প্রতি-রাজ-কোলে
দানিলা তনয়ে নিজ, রাজা দম ঘোষ,
না হ'ল বিকৃতি কিছু কিন্তু সন্তানের
পরশি সে রাজগণে, গেলে কিছু দিন,
যাইনু একদা আমি চেদিরাজ-পুরে,
হেরিতে পিতার স্বসা চেদীশ্বর-নারী

যাদবীরে, দিলা তিনি আনি নিজ সুতে
মম অঙ্কে, অঙ্গ হ'তে অমনি তাহার ১১০
হইল অধিক ভুজ যুগল-পতন,
প্রবল শিশিরে যথা পড়ে হীন-বল
পর্ণচয়, শীর্ণ তরু হ'তে মহীতলে ;
বিলুপ্ত তৃতীয় নেত্র হইল অমনি
হায়, দিবা-ভীত যথা দিবা আগমনে।
যাচিয়া লইলা সতী কাতরা তখনি
এই বর,—"বধ-যোগ্য শত অপরাধে
ক্ষমিবে ইহায় তুমি," তাই প্রিয়তমে,
নারিব এ পাপাশয়ে নাশিতে এ বার
অঙ্গীকার-হেতু, কিন্তু তবু কি শকতি, ১২০
ছুঁইতে ছায়ায় তব, হোরিতে ও রূপ ?
উন্মত্ত-করীন্দ্র-কুম্ভ-বিদারণ-কারী
মৃগেন্দ্র থাকিতে দেহে, হরিতে সিংহীরে
অবল শৃগাল কভু পারে কি সুন্দরি ?
পারে কি অমৃত-সিন্ধু মন্থিয়া মানব
লভিতে পীযূষ-ধন ? আমরি যেমতি
গিরির-লঙ্ঘনে পঙ্গু, কিংবা, শশি-লাভে
উদ্বাহু বামন, অথবা উড়ুপ যোগে
তরিতে দুস্তর সাগরে যতনবান,
তেমতি এ পাপমতি ঘোষ-সুত পাল ১৩০
হ'বে উপহাস-পাত্র অমিত্র-সমাজে
চিরদিন, বর বেশে পশি অই পুরে

"বীর্য্যবান রুক্সনামে সহোদর তব
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর" তায়
কি ভয় তোমার দেবি, কংস-ধ্বংসকারী
মধু-গর্ব্ব-খর্ব্ব-হেতু থাকিতে উর্ব্বীতে ?
আপন গুণের কথা সাধু নাহি বলে
নিজ মুখে, কিন্তু ভীতি ভঞ্জিবারে তব,
হইল বলিতে, মোরে ক্ষম গুণবতি,—
পাঞ্চজন্য—জন্য-ভীতি-বিধায়ী নিনাদি, ১৪০
ধরি গদা কৌমোদকী—বীরের মোদিকা,
নন্দক—জগদানন্দ অসিবর সনে,
করে করি সুদর্শন—ভীষণ দর্শন,
সংগ্রামে অগ্রিম যবে হয় এই জন,
কে আছে জগতী-মাঝে যোঝে তার সনে
প্রাণাধিকে, অধিক কি কহিব তোমারে ?
চিন্তা-হীনা হ'য়ে সখী চন্দ্রকলা সনে
ধরহ আনন্দ বেশ, যথা বনরাজী
সতী, মধু-আগমনে ; যাইব গরুড়ে
জড় শিশুপালে বঞ্চিয়া, বায়ুর আগে। ১৫০
প্রেয়সি, রূপসি, তব রূপের সহিত
তুলনায়ে দেব-নর ত্রিলোকী-শোভায়,
কি দিয়া তুলনা দিব ও রূপের তব ?
তাই দেবি, তব রূপ তব রূপ-সম।
অমৃতের সহ দিতে আপন তুলনা
রুক্মিণী কমলারূপা সঙ্কুচিতা আজি !

হায় রে, নিখিল-দেব-ভোগ্য-সুধা-সনে
কেমনে তুলনা তব হ'বে রসবতি ?
রুক্মিণী-বিহঙ্গী আজি রুক্ম-দেশ হ'তে
আনিয়া, পূরিব মম হৃদয়-পিঞ্জরে,　　　　১৬০
না চাহে যাইতে যাহে এ পিঞ্জর হ'তে—
না রোধি যাহার দ্বার, দিব তাই সদা
সুমধুর প্রেম-ফল, আদর-অমৃত—
যতন সফল যাহে, রমণী-রতন !”

কি ভয় তোমার দেবি, শিশুপাল হ'তে
থাকিতে এ জন তব, কি কাজ আমায়
আর ? বর-বধূ যথা মিলয়ে সহজে
ঘটক নিকটে তথা কি কাজ ললনে ?
প্রসারি তরঙ্গ-কর হৃদয়-মাঝারে
সাগর-নাগর যেই ধরে প্রিয়তমা　　　　১৭০
তটিনীরে, তার তরে মনঃসম বেগে
প্রধাবিতা নদী যবে, কে হয় সহায়
তার সে শুভ মিলনে, শোভনে ভুবনে ?
তাই অকারণ তব এ ভাবনা দেবি,
রহ সুখে, “শিশু” হ'তে কিবা ভয় তথা,
যুবক যুবতী যথা রহে সুমিলনে।

ইতি বীরোত্তর কাব্যে দ্বারকা-পতি-পত্রিকা-নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

(কেকয়ীর প্রতি দশরথ।)

[একদা রাজর্ষি দশরথ প্রেয়সী কেকয়ী দেবীর পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটি বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কেকয়-সুতা তন্মধ্যে একটি বর দ্বারা স্ব-পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। কিন্তু, কালক্রমে কেকয়-রাজ-নন্দিনী মনোভাব পূর্ব্বানুরূপ না থাকাতে এবং তিনি কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্রের প্রতি স্ব পুত্র ভরত অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করাতে, রাজর্ষি গুণশ্রেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ রাম-চন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। তাহাতে কৈকেয়ী দেবী কুটিল স্বভাবা মন্থরা-নাম্নী দাসীর পরামর্শে বিকৃত-হৃদয়া হইয়া, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাতের নিমিত্ত রাজ-সমীপে একখানি পত্র প্রেরণ এবং ঐ পত্রের উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই অন্যতর বর দ্বারা রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা দশরথ নিম্ন লিখিত উত্তর প্রদান করেন।] (১)

"অতুল আনন্দময় নীরধির নীরে
কেন আজি নিমগন এ পুর-নিবাসী
সহৃদয় জন যত, কেন সুসজ্জিত
রাজপথ ফল-ফুল-মুকুল-পল্লবে ?"

(১) মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এস্থলে রামায়ণ-বিরুদ্ধ কল্পনার অনুসরণ করিয়াছেন, এজন্য উক্ত লেখককেও কষ্টসহ্যে ঐ কল্পনা স্বীকার করিয়া উত্তর লিখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

জান না, কেকয়-কুল-সরসী-নলিনি !
হইলে জনম যার, দিবে দেবগণ,
ভূতলে মানব আর অতল পাতালে
নাগলোক, মহানন্দে দুন্দুভি, দামামা,
নাগবাদ্য বাজাইল ত্রিভুবন-ব্যাপী ;
সুরগণ পুষ্প-বৃষ্টি করিলা চৌদিকে, ১০
নন্দন-কুসুম-গন্ধে হ'ল আনন্দিত
এ মর ভবন-বাসী, ঘোর অপরাধী
লভিল মুকুতি চির-কারাগার হ'তে ;
কিশোর বয়সে যিনি নিজ বাহু বলে
অভঙ্গ্য—অনম্য ভীম শিব-শরাসন
ভাঙ্গিলা, পরশুরাম দ্বিতীয় শমনে
করিলা দমন মরি ক্ষণেকে লীলায় ;
অজেয়-কর্ব্বুর-গর্ব্ব-পর্ব্বত-উপরে
সাংগ্রামিব গুণগ্রাম বজ্রের সমান
এ মহীমণ্ডলে যাঁর ; তাঁর শুভ হেতু ২০
স্বস্ত্যয়নে রত যত রঘু-পুরোহিত,
দারিদ্র্য-বিনাশ ব্রতে দীক্ষিতা আপনি
মহিষী কৌশল্যা দেবী ; শুভক্ষণে আজি
রাজলক্ষ্মী অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন তাঁর,
তাই এ কোশল পুরী ভাসিছে হরষে,
ভাসিছে আনন্দে সবে—গাইছে গায়ক,
বাদক বাদনে রত, নাচিছে নর্ত্তকী,
তাই এ অযোধ্যালয় আনন্দ-নিলয়,

বৈজয়ন্ত ধামে যথা জয়ন্ত-উৎসবে।
প্রেয়সি, মহিষীগণ মাঝে নিরন্তর ৩০
সেবেছ আমায় তুমি অধিক যতনে
সত্য বটে, কিন্তু তাই তব তোষ তরে
ত্যজিব কি এবে রাম নয়নের মণি ?
কে লয় কাঞ্চন দানে হীন কাচ মণি ?
কে কবে ক্ষণিক-সুখ প্রদানের তরে
রসনায়, চির দিন যাতনা-জনক
রোগকর কু-ভোজন-ভোজনে নিরত ?
হায় রে, এ চারি সুত চারি দিকপাল
সমান আমার দেবি, কিন্তু, রঘুবীর
সুগুণ-সুশীলতম কে না জানে ভবে ? ৪০
কে না জানে, গুণবান আদিজ থাকিতে
অনুজ না পায় রাজ্য রবিকুল-রীতি ?
আমরি, তপন যবে গগন-শোভন,
শোভে কি তখন বিধু ? অথবা, ললনে,
তাড়িত-আলোক পাশে (১) বায়ব-আলোক ? (২)
ভরত হইতে রামে স্নেহ সমধিক
বলিতে নিয়ত মোরে, হায় কি কারণে
আজি তার বিপরীত করিছ ব্যাভার—
সামান্য-রমণী-কুল-সুলভ, সুন্দরি !
অথবা, কি মম মন জানিবার তরে ৫০

---

(১) তাড়িত আলোক——ইলেকট্রিক লাইট, (Electric-light.)
(২) বায়ব আলোক——গ্যাসের আলোক, (Gas-light.)

করিছ এ উপহাস চির-রসবতি ?
কিংবা, কি কুমতি তব মানসে উদিত
দূষিত করিতে আজি চির-অপবাদে
হা ধিক, কেকয়-কুল-পাংশুলে, বাঘিনি,
নিঠুরে, কলুষ-রতে, মমতা-রহিতে,
কেমনে এমন বাণী-পূরিত-লেখন
লিখিল ও পাপকর ? হায় রে, কেমনে
স্বার্থতরে পরমার্থ অমূল-রতন
ত্যজিতে হইলে রত সুকুল-সম্ভবে !
জ্ঞান-হীনে, যথা লয় কিরাত-রমণী ৬০
কেশরি-নিহত-করি-কুম্ভ-বিগলিত
লোহময় মুকুতায় কুলফল ভাবি,
ফেলায় প্রান্তরে তায় হায় পুনরায়
করযুগ-ঘরষণে হেরিয়া কঠিন ;
তেমতি এ আচরণ অনাচার-রতে,
তব, যে হেতু বাঞ্ছিছ বাঞ্ছা-কল্পতরু
রামে দিতে বনবাসে, হায় অভাগিনি !
যার তরে আজি তুমি কুকরমে রতা,
ত্যজি লজ্জা, ধর্ম্ম ভয় ; অভিমত তার
এ শুভ ব্যাপার-বাধা হবে না কখন। ৭০
জানি আমি মম সুত ভরত সুমতি
সুধীর, সুকাজে রত নিয়ত, যেমতি
ভুবন-জীবন বায়ু জীবন-প্রদানে।
ভামিনি, যেমন ভানু কর-বিতরণে,

কিংবা, পঞ্চ মহাভূত পঞ্চ মহাগুণ
ধরিতে, না হয় কভু বিরত ভুবনে,
সুকাজে বিরত তথা ভরতে আমার
না হেরি কখন,—যেই গুণ-বিভূষিত
সদয় হৃদয়, নিদয় নির্গুণ তব
ও পাপ উদরে, পঙ্ক-জাত পদ্ম-সম ৮৫
লভেছে জনম বিধির বিধানবশে ;
বায়সী-বাসায় হায় পিকবর যেন
হইল পালিত মরি নিয়তি বিপাকে।
কিংবা, ভরতের মত তব মতে যদি
গুরুতর অনুরোধে, ত্যজিনু তা' হ'লে
স-সুতা তোমায় এবে, তব দোষ তরে,
ত্যজে যথা পূয রক্ত বিদারিয়া দেহে
স্ফোটক-যাতনা বশে পীড়িত মানব।
কি পাপ ! "অসত্যবাদী রঘু-কুলপতি,
নির্লজ্জ, প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে, ৯০
ধর্ম্ম শব্দ মুখে—গতি অধর্ম্মের পথে !"
কহিতে শতধা তব হ'ল না রসনা ?
হ'ল না রে দগ্ধ তব ও পাপ বদন
বিষম কলুষানলে ? হায়, বিদারিত
হল না হৃদয় তব অশনি-আঘাতে ?
কি অসত্য, কি অধর্ম্ম করিনু রে আজি
পাপিষ্ঠে, কেকয়-সুতে ? দেবনর মাঝে
কে না জানে দশরথ স্ব-ধর্ম্ম-নিরত

চিরদিন, আদি পিতা হায় রে যেমতি।
যে সত্য করিনু আমি কেকয়-নন্দিনি, ১০০
তব কাছে আছে মনে, পাপ-পরায়ণে,
কাম-মদে মাতি নাহি করিনু সে পণ,—
যৌবন-কুসুম-মধু বিমোহয়ে হায়
সামান্য-মানব-অলি, কিন্তু, প্রেম-হীনে,
প্রেমামৃত বিনা জ্ঞানী বিহঙ্গম-রাজ—
বৈনতেয়, নাহি হয় কভু বিমোহিত।
করিনু রে পণ তব গরভ-সম্ভব
সুপুত্রে করিব রাজা এ কোশল-পুরে।
তিন রাণী চারি সুত প্রসবের পরে,
অভিন্ন ভাবেতে সবে দেখিতে সবারে ১১০
অনুক্ষণ, বিশেষতঃ, সুচারু-চরিত
রামে করিতে সকলে স্নেহ সমধিক,
বলিতে তোমরা সবে,—"যবে যুবরাজ
রাম রঘুমণি, ভরত হইবে রত
সুমন্ত্রণা দানে, সামরিক মহাব্রতে
সৌমিত্রি-যুগল অমিত্র-বিনাশী রণে,
কি আনন্দময়ী তবে হ'বে এই পুরী।"
বিশেষ, ভাবিয়া দেখ রাম রঘুমণি
কৌশল্যা-সুমিত্রা হ'তে তব সেবা তরে
সমধিক-রূপে রত, হায় নিরন্তর। ১২০
হায় রে, জগতী-মাঝে বিনা গুণ-ধন
আদরে অপর-ভাব-সম্বন্ধ-বন্ধনে

কোন্ জন ? কে না জানে, দেহ-জাত রোগ
অহিত-কারক কিন্তু, হিতকর সদা
বনজ ঔষধ-চয়—সে রোগ-বিনাশী ;
তবু নহে অভিমত রাম-অভিষেক
কুটিল-হৃদয়ে, তব জানিব কেমনে ?
জানিব কেমনে, বল তব মনোভাব ?
পয়োমুখ বিষ-কুম্ভ জানা অসম্ভব।

গুণের নিধান রাম শ্রীমান সুন্দর, ১৩০
জননী-জনক-ভক্ত, শক্ত রাজ্য-লাভে,
রাজ-নীতি-বিশারদ,—এ হেন সন্তানে
ত্যজি আজি তব তরে, দেখা'ব কেমনে
এ দগ্ধ বদন আমি রাজ-কুল-মাঝে ?

হৃদয়-নন্দন প্রিয় পুত্রের বদন
করিয়া মলিন ঘোর অন্যায় বিচারে,
অপমানে, কেমনে রে ধরিব জীবন ?
পঙ্কিল সলিলে বাঁচে কভু মীনবর—
বিমল-জল-বিহারী ? হায় রে, ফণিনি,
হেরি তোর শিরোমণি—অতুলন ভবে, ১৪০
না ভাবি জীবন-নাশী ও বিষ-দশন,
মজিনু রে এবে আমি নিজ-কাজ-দোষে।
পাপিনি, কেমনে রাজ্য হায় রে, লভিবে
তব সুত আজি, ত্যজিনু যাহায় আমি
তব দোষ তরে তব সহ, পাপীয়সি,
রাজ্য পায় ত্যাজ্য পুত্র নাহি হেন বিধি।

যাইবে ত্যজিয়া আজি মম এই পুরী
ভিখারিণী-বেশে, দেশ-বিদেশে ঘোষিবে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুলপতি!"
দুখ নাই তায়, কিন্তু, অবশ্য গাইবে ১৫০
"ত্যাজ্য পুত্রে রাজ্য দান না করেন যিনি"
অনুরোধে এই পাদ, বিপথ-গামিনি!
"পিতৃ-মাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা"
কি আশ্চর্য্য, কেন ইহা লিখিলে ভামিনি?
পিতার জননী যিনি, বিহনে তাঁহার
শিশুর অসুখ কিবা? কিংবা গুণবতি,
'মাতা-পিতৃ-হীন' ভাব করিতে প্রকাশ
লিখেছ বিদুষি, কি গো আমারি ও পদ?
পিতৃ-হীন কেন তাহা শুন মন দিয়া—
সাগর-সঙ্গমে জাত যথা মীনবর ১৬০
তরঙ্গিণী-অঙ্কে যবে করয়ে ভ্রমণ,
নদী দোষে হ'লে তবে নদী-মুখ-রোধ,
পিতৃহীন হয় সেই মাতৃ-দোষ-বশে,
তেমতি ভরত এবে লভিছে সে দুখ
তব দোষে, মাতৃ-হীন কেন সেই জন,
জান তুমি, সে বারতা বলিব কেমনে?
'পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী'
'বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্মরীতি মতে!'
লিখিতে লেখনী তব হ'ল না স্খলিত?
হ'ল না হৃদয়-কম্প? হায় কলঙ্কিনি, ১৭০

পবিত্র-সতীত্ব-শোভা বিকাশে যাহার,
পতির সুখেতে সুখ, দুখে দুখ তার,
মরণে মরণ ; কিন্তু তুমি সুদুখিনী
পতিসুখে, সুখবতী দুখে বা মরণে ;
ধন্য পতিরতা তুমি এ ভারত-ভূমে !
কি আর দিব রে তব লিপির উত্তর
উত্তর কালের লোকে দিবে সমুচিত
এ লিপির সদুত্তর, করিবে মেদিনী
তব অযশো-ঘোষণা ততকাল তরে—
যত কাল তব নাম র'বে ধরা ভালে, ১৮০
কলঙ্ক শশাঙ্ক-কলা-কপালে যেমতি।

ইতি বীরাঙ্গনা কাব্যে দশরথ-পত্রিকা নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

(শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণ।)

[রাম ও লক্ষ্মণের পঞ্চবটী বনে বাস কালে, লঙ্কাপতি রাবণের ভগিনী শূর্পণখা, রামানুজের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহার নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ঐ পত্রের নিম্ন-লিখিত উত্তর প্রদান করেন।]

কে আমি, তাপস-বেশে ভ্রমি এ কাননে,
শুনেছ সখীর মুখে, জানিনু তোমার
লিপির অন্তিম ভাগে, পরিচয় দান
পুনঃ, তাই অকারণ ; অকারণ যথা
রূপসি, ভূগোল-বিদ্-সকাশে কথন
ব্রহ্মপুত্র নদবর হিমালয়-জাত।
  দুঃখদাহে দহি নহি উদাসীন আমি ;
নৈরাশ্য ঔদাস্য-হেতু নহে ত আমার ;
অরি-পরাক্রম-ভীত দশরথাত্মজ
সৌমিত্রি, এ বাণী অসম্ভব বিশ্বমাঝে, ১০
হায় রে, কেমনে ক্ষণেকের তরে তব
উদিল মানসে ? ইন্দ্র-চন্দ্র-আদি যত
পরন্তপ শূর, যক্ষ, রক্ষ, দেব, নর
সমুদায় দলে, আক্রমিলে মোরে ধনী,

অগ্রজ প্রসাদে পরাজিতে পারি রণে ;
করিতে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড খণ্ড-খণ্ডময়
কোদণ্ড-টঙ্কারে পারে এই বল-বাহু।
হিমাদ্রি করিয়া চূর্ণ পূর্ণ-মনোরথ,
কৃতান্ত অশান্ত যার ভীম পরাক্রমে
নিরন্তর, কম্পিত-অন্তর অনুক্ষণ ২০
মম সনে রণে তার হয় রে অবলে !
'ভীম খণ্ডা করে ধরি চামুণ্ডা আপনি
ধাইবেন হুহুঙ্কারে করিতে সংগ্রাম
কুলদেবী তব বলি'—অসম্ভব কথা,
বৃথা কেন বাচালতা করিছ বাচালে ?
সকল শাক্তের তিনি কুলদেবী ধনি,
ভক্তজনে অনুরক্তা সে রণ-রঙ্গিণী
অনুক্ষণ, ভক্তা যদি তুমি, তবে কেন
বারাঙ্গনা-ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী এবে ?
পাইয়া তোমার লিপি চিন্তা-রত-চিতে ৩০
ভাবিছি, এ হেন কালে মুনির কুমার
জনেক আগত হেথা—সমবয়া মম,
পুছিয়া তাঁহার কাছে, জানিনু তোমার
বারতা, রাক্ষসী-সুতে, দৈত্যের রমণি,
বিধবা হয়েছ তুমি অগ্রজ-প্রসাদে
তব, তবে কেন ধনি, অলীক বচন
বলি ভুলা'তে আমায় করিছ বাসনা ?
'সম পাত্র' বলি মিত্র বলিব কেমনে

দশাননে—ব্রহ্মঘাতী অতি দুরাচারে ?
কৌতুক বাড়িল বড় পড়ি এ বচন— ৪০
'অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক দানিবে
ভ্রাতা তব,' কোথা পাবে, হায় রে কেমনে
অযোধ্যা-শতেক-অংশ-লঙ্কা-অধিপতি ?
রতন-আকর-জাত রতন-নিচয়,
মণি-যোনি খনি যত মম করগত,
কোশলেশ স-সাগরা ধরার ঈশ্বর।
কুবের-ভাণ্ডার খুলি, তুষিবে আমায়
কেমনে ? কুবের সনে সদা লঙ্কানাথ
অহি-নকুলতা-ভাবে বিরাজে ধরায়।
তবে এক ধন তব আছে শূর্পণখে, ৫০
যৌবন-তরুর ফল হৃদয়-উদ্যানে—
দিতিজ-উচ্ছিষ্ট, শিষ্ট কেমনে সে ফল
পরশিবে ? হায় রে, কেমনে আনারসে—
(মল-পাশে জাত, তাহে অহি-বিষময়)
উপভোগ করিবারে করিবে গ্রহণ
সাধু জন ? তাই ধনি, ধন-হীন তুমি
মম পাশে, কি দিয়া কিনিবে মম মন ?
'রমণীর তরে যদি হেন ভাব মম
তা' হ'লে তুষিবে তুমি ধরিয়া সে রূপ,'
সত্য বটে, সে বরণ, সেই নাক, মুখ, ৬০
সে নয়ন, সে শ্রবণ, সে কর চরণ
কেশ বেশ, কাম-রূপে, হইবে তোমার,

হেরে কি নয়নে নিশাচরী কুমুদীরে ?
কি আশ্চর্য্য! "প্রাণেশ্বর" "প্রাণ-সখে" বলি
সম্বোধিতে নিশাধরে, বিধবে, অপরে
বাধে না বারেক হায় অধরে তোমার ? ১১০
লিখেছ মালতী সনে নিজ তুলনায়,
বুঝিনু এখন বালে, কারণ তাহার,
অলিকুল প্রেম-মধু করে পান তব,
মলয় নায়ক-রূপে কেলি-পরায়ণ
তব সনে, তবে কেন বহুল-ভোগিনি,
ভানু পানে চাহ পুনঃ অসম সাহসে ?
"ক্ষম অশ্রুচিহ্ন পত্রে, আনন্দে বহিছে
অশ্রুধারা" হায়, বালে, যথা নিশা কালে
পবন-মিলনে, ধরে সুখ-অশ্রুচয়
কুমুদিনী, দিনমণি না হেরে যাবত ; ১২০
তথা ধনি, মম লিপি লাভের পূরবে
ধরিবে আনন্দ-অশ্রু, নিন্দিত-চরিতে,
ও পাপ নয়ন তব, হায় প্রলাপিনি !
"ল'য়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে"
গোদাবরী তটিনীর, দিব তার করে
এ লিপি, হ'বে না বলি মিলন যেমন,
দেয় কর রজনীরে শশিকলা-করে
দ্বিতীয়ায় দিননাথ—মিলন-বিমুখ।

ইতি বীরোত্তর কাব্যে লক্ষ্মণ পত্রিকা নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

(দ্রৌপদীর প্রতি অর্জ্জুন।)

[পাণ্ডবগণের বনবাস সময়ে অর্জ্জুন অস্ত্র-শিক্ষার্থ ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। তথায় বহু বিলম্ব হওয়াতে দ্রৌপদী দেবী তদীয় বিরহে একান্ত কাতর হইয়া, তাঁহার নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাহার নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন।]

অভাব-বিহীন দেব ত্রিদিবে সুন্দরি,
সত্য বটে, কিন্তু হায় অভাব-পূরিত
মরত-ধরমা নর এই সুরলোকে।
যথা প্রাণ-বায়ু বিনা মীন জলচর
বাঁচে না নিমেষ তরে, কিন্তু বারি হ'তে
তুলিয়া তাহায়, বহু-প্রাণ-বায়ু-যুত
ভূ-বায়ু মাঝারে প্রিয়ে, রাখিলে ক্ষণেক,
জ্বালাতন হয় সেই মনের জ্বালায়
যাবত জীবন রহে, তেমতি এখন
বৈজয়ন্ত ধামে কান্তে, কান্ত তব রহে। ১০
আসীন দেবেন্দ্রাসনে দেবেন্দ্রের সনে
দেব-সভা মাঝে আমি, কি বা সুখ তায়?
না হেরি যাবত হায়, হস্তিনা-নগরে
রাজাসনে ধর্ম্ম-রাজে, বামে বিরাজিত
দ্রুপদ-নন্দিনী ধনী মানবী-শচীরে?

অবিরত তপোরত এ কিঙ্করে কেন
সুর-বালা-সেবা-ভোগী ভাবিছ ভাবিনি,
চিতে ? বিশেষ, অশেষ যদি ভোগ্য-জাত
রহে, তবু কি সে পর-ভোগ্য ভুঞ্জে কভু,
সাধু জন ? হ্রদ, নদী, অনন্ত পয়োধি ২০
থাকিতে, চাতক চায় কাদম্বিনী-পয়ঃ
পিয়িতে, যাপিয়া দুখে আট মাস কাল।
ফুল্ল-শত-ফুল এই নন্দন-কাননে
নহি আমি মধুকর স্বার্থ-পরায়ণ,
স্ব-জনের সুখতরে মধু-কোষ-কর
মধু-মক্ষিকার সম শস্ত্র-মধুচয়
করিছি সঞ্চয় এবে, তব সুখে সুখী।
ত্রিদিব বর্ণনা যাহা করেছ বর্ণিনি,
ততোধিক সুলোচনে, অপর লোচনে
এই স্থান, কিন্তু ব্যর্থ পার্থের নয়নে ৩০
দ্রৌপদী-নয়নতারা বিহনে এখন।
হায় রে, পীরিতি-রীতি কে বুঝে জগতে ?
বুঝা'তে যুকুতি-মতে কে পারে অপরে ?
তুমি স্মৃতিরূপা দেবি, চিন্তন এ জন,
কেমনে ভুলিবে তোমা ? অম্লজান সনে (১)
মিলি উদজান যবে শীতল সলিল-

---

(১) অম্লজান (Oxygen) ও উদজান (Hydrogen) এই দুইটি বায়বীয় পদার্থ রাসায়নিক-সংযোগে (Chemical combination) সংযুক্ত হইলে জল উৎপন্ন হয়। জলাকারে উহাদিগকে কখনও পৃথক করা যায় না।

রূপে হয় পরিণত, কে পারে জগতে
ধনি, করিতে পৃথক উদজান ভাগ,
রাখিয়া তরলাকার-জীবন, মোহিনি ?
সুবরণ তব প্রেম-পামারির গুণে 40
উজল হিঙ্গুল এবে এ পারদ-বিষ ;
হায়, এ হৃদয়াকাশ জীমূত-আঁধার,
সৌদামিনী-সম তুমি করিছ উজল
পুনঃপুনঃ তায় দেবি ; বল ন' কেমনে
তবে ভুলিব তোমায়, থাকিতে পরাণ,
প্রাণ, পরাণ-আধার-শরীর-মাঝারে ?
  যাইব মরতে যবে, সঙ্গে পারিজাত—
নন্দন-কানন-সার, লইব তখন
রঞ্জিতে মনোরঞ্জিনি, মানস তোমার,
মণ্ডিতে কবরী তব ; হায় রে, তখন ৫০
শুনা'ব ললিত গাথা গ্রথিত যতনে,
যবে আর্য্য ভাঙ্গিবেন দুর্য্যোধন-উরু ;
নিঃসরিবে দুঃশাসন-শোণিত-আসার
হৃদয়-কন্দর হ'তে ; তরুরাজ যথা
দম্ভোলি-আহত, তথা দম্ভী কর্ণবীর
হইবে নিহত, চণ্ড-গাণ্ডীব-নিঃসৃত
ভীষণ শায়কে ; কুটিল-শকুনি-শির
শকুনি, গৃধিনী করিবে ভোজন সুখে,—
আর আর অরি যত হইবে নিহত ;
আলুলিত-কেশা অতি মলিন-বদনা ৬০

কৌরব-কুলের বধূ কাঁদিবে নিয়ত,
কাঁদিলা যেমতি দেবি, সভা-স্থল-মাঝে
দ্যূতের দেবন পরে, কিংবা লঙ্কারণে
যাবতীয় রক্ষোবীর হইলে নিহত
পুণ্যজন-জায়াগণ যথা শোক-বশে।
কাম-দুঘা কাছে মাগি পেয়েছি সে বর,
যে বরে হৃদয়ে তব উদিব সতত,
দ্রুপদ-নন্দিনী-রমা যথা গুণবতি,
এ হৃদয়-কমলাজে : পাইব অচিরে
তোমা হৃদয়-সরসে কমলিনী-রূপে ;
উজ্জ্বল বদনে তব রাখি এ বদন,
ও মধুর কথা আশু শুনিব শ্রবণে—
বেণু-বীণা-বিনিন্দিত, অয়ি অনিন্দিতে !
"কি লজ্জা ! নলিনী ধনী রবি-পরায়ণা,
মধুকর-প্রিয়া, পবনের আদরিণী,"
ভাবি হেন, "বৃথা জন্ম নারী-কুলে মম"
ভাবিছ ভাবিনি, কেন হায় অকারণ ?
জগতের সার-সুধা ভুঞ্জে সুর-দল
মিলিয়া, কমলা দেবী দেবীর প্রধানা
নিখিল-সুভগ-ভোগ্যা, বিদিত ভুবনে ;
তাই পঞ্চ পাণ্ডুরথী চির-রসবতি,
হয়েছে তোমার পতি বিধির বিধানে।
হায় রে, বিরহানলে দগ্ধ-বোধ আজি
যজ্ঞানল-জাতা যজ্ঞসেনের দুহিতা,

নতুবা, থাকিতে পাশে ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়
মম, কেন অনুরোধে স্মরিতে ত্রিতয়ে ?
নহি আমি নিরদয় কোমল-হৃদয়ে,
কি ভাবে যাপিছ কাল এবে পতি-রতে,
জানি আমি, প্রিয়ে, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-মাঝে
একের নিরোধে দুখী যথা দেহী হায়, ৯০
অথবা, এ পঞ্চ-ভূত-পঞ্চক-রচিত
জগতে নিবাসী হায়, স্থূলতম ভূতে
হারা'য়ে যেমতি, সতি, তথা গতি তব।
কি ভাবে যাপিছি কাল শুন, গুণবতি,
এ লোকে—ত্রিলোকী-সার, প্রভাতা হইলে
নিশা, মন্দাকিনী-নীরে অবগাহি দেহ
ইষ্ট দেবীর পূজনে যেমতি নিরত
নয়ন মুদিয়া, অমনি সুমুখে হেরি
যাজ্ঞসেনী যেন দাঁড়া'য়ে মলিন-মুখে,
নয়ন মেলিয়া হায় করি হাহাকার, ১০০
সুখ সাঙ্গ, পূজা-ভঙ্গ হয় রে অমনি।
মধ্য-দিনে দিব্য ভোগ্য ভুঞ্জিবার কালে
বন-জাত ফল-মূল ভোজন তোমার
স্মরিয়া, বিরত হই ভোজনে, রূপসি,
জিজ্ঞাসিলে সুর-বালা কারণ তাহার
উচিত উত্তর নেত্র-নীর-চয় দেয়,
বচন সরে না কণ্ঠ-নিরোধের তরে।
নিশার দশায় প্রিয়ে, কি বলিব হায়,

ভুবন-সুখদা নিদ্রা পরশে না মোরে
চণ্ডালে ব্রাহ্মণী যথা, নয়ন হইতে ১১০
ঝরে অবিরল জল, ঘন হ'তে যথা
শীত সমীরণে; ভিজে শয্যা, কাঁপে বুক,
কাঁপয়ে যেমতি সৌর-দীপ শিখা(২) হায়,
পবন-বহনে। হায় রে, অভাগা-ভাগ্যে
যদি নিদ্রা আসে কভু, কু স্বপন যত
অগনি আক্রমি মন সচেতন করে।
স্বপনে কি হেরি প্রাণ, কি কহিব তার
বুঝ তুমি রসবতি, রস-সমন্বয়ে।
কিন্তু, প্রাণ, হবে দুখ-নিশা অবসান
অচিরে, উদিবে সুখ-রবি, তবে কেন ১২০
এবে প্রিয়ে, শোক-বারি ঝরে ও নয়নে?
পেয়েছি পাশীর পাশ, ইন্দ্রের অশনি,
বিঘ্ননাশী পাশুপত; একাঘাতে যার
শত সূত-সুত বিদূরিত, বিনাশিত,
ভস্ম-শেষ-কৃত হইবে নিমেষ মাঝে,
এ হেতু আনন্দ-অশ্রু ফেল গুণবতি!
জীবন ত্যজিতে কেন বাসনা তোমার,
জীবন-আনন্দ তুমি, যে তোমার গুণে
উত্তেজিত পঞ্চ রথী আনিবে ভুবনে
নিজ বশে, যথা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনে ১৩০

(২) সৌরদীপ (Spirit-Lamp.) সৌরদীপশিখা—সুরা সার জ্বলনে উৎপন্ন শিখা।

সুখদ-সংসার-রতি-সুগুণে, সুন্দরি!
সহ ক্ষণকাল আর এ বিরহ-দুখ,
রজনীর শেষে যথা কমলিনী ধনী।
অয়ি প্রিয়ে, ক্ষণ তরে বিরহ-দহন
পীড়য়ে ভুজঙ্গ-অঙ্গ-সঙ্গের সমান
প্রেমিক-নিচয়ে, কিন্তু, তবু বিষ-জ্বালা
না সহিলে হায়, আরোগ্য-সুখের মূল্য
কে বুঝে ভুবনে? তিমির-রহিত হ'লে
জগতে কখন, আলোক পুলক এত
করে কভু দান? ধীরতায় ধর তাই, ১৪০
লভিবে রতন কালে যতনের বলে।
প্রেরিত প্রেয়সি, তব যেই ঋষি-সুত
দিনু লিপি তাঁর করে, পূজি সমাদরে।
সুরভি-মালতী-সনে মিলন-পূরবে
শিলীমুখ শ্রুতি-সুখ গুঞ্জন বিতরে
যেমতি শ্রবণে তার সমীরণ-সনে।

ইতি বীরোত্তর কাব্যে পার্থ-পত্রিকা নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

(ভানুমতীর প্রতি দুর্য্যোধন।)

[মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব-পরাজয়ে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যাত্রা করিলে তদীয় প্রেয়সী মহিষী ভগদত্ত-পুত্রী ভানুমতী দেবী অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন তাহার নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন।]

কেন দেবি, চিন্তা এত তোমার অন্তরে
রণ-ভূমি-বাসী-তরে ? মিহির-মণ্ডলে
হায়, আঁধার-সঞ্চার হইল কেমনে ?
  যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ অদ্বিতীয় বীর
দেবেন্দ্র-বন্দিত-সখা আর্য্য মহারাজ
ভগদত্ত, ঔরস-সম্ভবা তাঁর তুমি
গুণবতি, জগতে তুলনা-হীন যেই
মহাকুল, সুধাকর যে কুল আকর,
সে কুলে গৃহীতা তুমি বিবাহ-বন্ধনে,
অশেষ-গুণ-শালিনি, স্ব-গুণে ভুবনে   ১০
নিখিল-রমণী-কুলভূষণ, ললিতে !
বিমল জনক-কুলে জাতা গুণবতী
যেমতি জানকী দেবী রঘুবর-কুলে
হইলা গৃহীতা মরি, তথা কান্তে, তুমি
সুধা-হ্রদে জনমিয়া অমৃত-সাগরে
হয়েছ পতিতা, তবে কেন হেন ভাব

হায় এ সময়ে তব ?—বীরের তনয়া
তুমি বীরের রমণী, বীর-যোনি যথা
খনি রতন-আকর, হায় রে, এ ভবে
পিতা, পতি, পুত্র যার অদ্বিতীয় বীর, ২০
বীর কার্য্যে—বৈরি-নাশে কেন রে ভাবনা
হয় তার ? বিমল পূর্ণিমা-দিনে রাহু-
গ্রাস-হীন সুধাময় সুধাকর, তবু
কেন রে চাতকী এত কাতরা হৃদয়ে ?
কি কহিব, ভীরু-মতি ললনার কথা
রণের বারতা শুনি সামান্য পুরুষ
হয় ভীত এ জগতে, হায় রে তা' বলি
বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা ভীতা কি কখন ?
গজের গভীর গর্জ্জে ভীত ফেরুদল,
কিন্তু, মৃগেন্দ্রাণী তাহে হয় আনন্দিতা, ৩০
কে না জানে এ ভুবনে ? কে না জানে হায়
জলধি-তরঙ্গ-রঙ্গ শঙ্কার কারণ
শফরী-হৃদয়ে, সন্তোষ-সঞ্চারী কিন্তু,
মকরী-মানসে ; ক্ষম দেবি, কেন ভীত
নির্ভয় হৃদয় শাত্রব-সাধন-কালে
চির-অরি সনে ? কি হেতু পাণ্ডব অরি
মম, গুণবতি, কহি, শুন মন দিয়া,—
শৈশবে পাষণ্ড পাপী ভীম দুরাচার,
সহোদরগণ-সনে মোরে নানা দুখ
দানিল, দেবেন্দ্র যথা প্রভঞ্জনগণে। ৪০

তদবধি নিরবধি সেই দুরাশয়
করিল যে অপমান কি কহিব তার ?—
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার
রাজসূয় মহাযাগ করিলা যখন,
তখন সভার মাঝে করি উপহাস
কত যে ভৎসিল মোরে, হায় রে এ সব
মানি-শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন সহিবে কেমনে
থাকিতে জীবন তার ? মানী চিরদিন
মৃত্যু হ'তে গুরুতর মানে অপমানে।
তাই সুলোচনে, রাজ্যনাশ, বনবাস	৫০
সাধনের তরে, অথবা জীবন-নাশ
করিতে তাহার, যতেক কৌশল আর
সমর আমার ; অয়ি প্রাণ-প্রিয়তমে,
আগত ভূপতিগণ ফেলা'তে শোণিতে
সে পাপীর হিয়া হ'তে, যথা বায়ু দল
মিলি তরু-রাজ-শির ভাঙ্গিলে, ভূতলে
পড়ে সে তরুর রস অবিরাম-গতি।
রণে জয়, পরাজয় দৈবের অধীন,
জানয়ে নিখিল নর ; কিন্তু, বিধুমুখি,
পাণ্ডবের পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা,	৬০
একাদশ অক্ষৌহিণী বিপক্ষে তাহার
মম বশে, সেনাপতি ভীষ্ম পিতামহ
মহারথ, ইচ্ছা মৃত্যু যাঁর পিতৃবরে,
জ্বলদগ্নি-সম জমদগ্নি-সুত যাহে

মানিলেন পরাজয়, অব্যর্থ-প্রহরী,
সমর্থ ত্রিলোকী-নাশে ; দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ
শস্ত্র-শাস্ত্র-উভয়-আধার ; বীরাঙ্গনে,
সুদৃঢ়-শরীর কর্ণ যুবা মহাবীর,
বিক্রমে একাকী পঞ্চ-পাণ্ডব-সমান,
দুর্ধর্ষ অমিত-তেজা, পার্থ-নাশ-তরে ৭০
বজ্রের অধিক-বীর্য্য-একঘ্নী-ধারক ;
কৃপ, দ্রৌণি, কৃতবর্ম্মা আদি মহাবীর
যার তরে যোঝে, দেবি, সদা প্রাণ-পণে,
কেমনে অশুভ তার ভাবিছ, ভাবিনি ?
অহিত-আশঙ্কী হায়, পীরিতি জগতে।

অর্জ্জুন-নির্জ্জিত কেন গুরু, পিতামহ
উত্তর-গোগৃহ রণে, শুন হেতু তার,—
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে হেরি স্নেহাস্পদ
ধনঞ্জয়ে, প্রাণ-পণে যুঝিলা না দোঁহে ;
যুঝিলা না কর্ণ বীর পূর্ণ-পরাক্রমে ৮০
বিমর্ষ ক্লীবের নাশে হর্ষ নাহি জানি ;
না যুঝিল কুরুসৈন্যগণ প্রতিজন
মরিবে অপর-করে চিন্তিয়া অন্তরে।

পাণ্ডব-সাধিত চিত্র-সেন-পরাজয়ে
কৃতজ্ঞতা কিবা বল ? অধীন যে জন
প্রভুর করম সাধা তার সমুচিত
চির-দিন, বনবাসী পৃথা-সুতগণ
আমার অধীন রহি কেন না সাধিবে

প্রিয়ে, মম রাজ ? ছেদকে বিতরে ছায়া
যথা তরুবর নিয়তি-বাধিত হ'য়ে। ৯০

মহাযশা অঙ্গ-পতি সূতের সন্তান,
অসম্ভব কথা এই—প্রবাদ-সম্ভব।
হায় রে, কেমনে মানি, জনমে জ্বলন
শীতল-সলিল হ'তে ; সুধার আকর
বিষ বিশ্বাসি কেমনে ; কেমনে চন্দন-
তরু-জনক বলিয়া, করিব প্রত্যয়
গন্ধ-রহিত মন্দারে ? বিশেষ, এ কথা
শুনি প্রাচীন বদনে,—সূতের ঔরসে
জাত নহে এই বীর, তাই অনুমানি,
দেবি, কোন মহা-কুল করেছে উজল ১০০
অঙ্গ-অধিপতি, (কাননে কুসুম যথা)।

স্বপন-বারতা যাহা লিখেছ সুন্দরি,
চিন্তিত-হৃদয়ে, বল, কিবা ভয় তায়,
প্রতিবিম্ব মাত্র যাহা চিন্তা-দরপণে ?
মানব ভাবীর ভাব জানিতে পারগ
স্বপনে, কেমনে মানি ? জ্ঞানের দশায়
হায়, জাগরণে যেই না পারে জানিতে,
তবে যদি মান দেবি, ঐশিক শকতি
স্বপনের মূল বলি, তবে বোধবতি,
কি চিন্তা, কি দুঃখ, কিবা প্রতীকার আর ১১০
সে করমে, নিশ্চিত যা হইবে ভুবনে ?

সরলে, সুশীলে, শুন স্বপন-সঞ্চার

অমূলক-চিন্তা-হেতু মহা-ঋষি-মত,
এ হেতু ত্যজিয়া চিন্তা, করহ সান্ত্বনা
জননীরে—আঁখি-নীরে সদা ভাসমান ;
প্রবোধ প্রদানো কুরু-কুল-বধূ-কুলে,—
ভাবনা-হিমানী-ম্লান-বদন-কমল।

গর্ব্বিত, জটিল-বাদী, ভীম-গদাধর
ভীমের শোণিতে স্নান করিয়া অচিরে,
বিসর্জ্জি অর্জ্জুনে ভীম কৃতান্তের করে, ১২০
অতিধীর যুধিষ্ঠির, মাদ্রেয় যুগলে
করুণ রোদনে রত করি চির-তরে
জননী কুন্তীর সনে, শান্তি লাভ করি
পশিব হস্তিনাপুরে, দল-বল-সনে
বলারাতি-সম আশু অরাতি-বিনাশী।

ইতি বীরোত্তর কাব্যে দুর্য্যোধন-পত্রিকা নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ ।

(দুঃশলার প্রতি জয়দ্রথ ।)

[অভিমন্যু নিহত হইলে, অর্জ্জুন জয়দ্রথ-বধে প্রতিশ্রুত হন । জয়দ্রথ-পত্নী দুঃশলা দেবী এই সংবাদ শুনিয়া পতির নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সিন্ধু-পতি জয়দ্রথ সেই পত্রের নিম্ন-লিখিত উত্তর প্রদান করেন ।]

প্রেয়সি, দুঃশলে, তব পড়ি লিপিকায়
বিস্ময় উদিল মনে হাস্য-রস-সনে ।
কি আশ্চর্য্য, বীর্য্যবতী-বীরাঙ্গনা-মুখে
এ হেন ভীরুর বাণী শোভে কি শোভনে ?
হায়, দৈব-দোষে এবে করিলা কি ধাতা
সহকার-লতিকায় বিম্বের সম্ভব,
বিম্বাধরে,—অসম্ভব সৈন্ধব-হৃদয়ে !
   অভিমন্যু মহাবীর ধনঞ্জয়-সুত—
(কৃষ্ণ-কিরীটীর-সম শৈশবে সমরে
একাকী) পশিলে দ্রোণের অনীক মাঝে,   ১০
উভয় দলের হ'ল ক্ষণেক সমর
ব্যূহ-মুখে, যথা গঙ্গা-তটিনীর নীর
নীরধির নীর সনে সাগর-সঙ্গমে ।
অন্যবীর-গতি-রোধ করিনু তখন,
সপ্তরথী সুমিলনে তাই ব্যূহ-মাঝে
হরিল জীবন তার অন্যায় সমরে !

অরিন্দম পুরন্দর-আত্মজ অর্জ্জুন,—
(দৃপ্ত-সংশপ্তক-দল দলিবার তরে
ছিল যেই দূরদেশে এই অসময়ে,)
শুনিয়া স্ব-সুত-নাশ, শোকানল-তেজে ২০
জ্ঞানহীন, বোধ-হীন, বিবেক-বিহীন
হইয়া করিল পণ আত্ম-নাশ তরে
হায় রে, অকালে ;—"যেই ক্ষুদ্র জয়দ্রথ
রুদ্র-দেব-বরে নিরোধিল ব্যূহ-দ্বার,
বধিব তাহারে কালি গগনের ভালে
থাকিতে গগন-মণি, নতুবা মরিব
পশিয়া অনল-মাঝে," কেমনে এ পণ
সেই করিবে পালন ? ত্যজে যদি কভু
বিভাবসু নিজ বসু, সলিল সুরস,
অনিল শীতল-ভাব, তবু এই পণ- ৩০
পূরণ হবে না দেবি, জানিবে নিশ্চয়।
কদলী তরুর সম সৈনিক-নিচয়
যদিও নিহত হয় ধনঞ্জয়-শরে,
তবু বহুদিন গত হইবে তাহার
হেরিতে সুন্দরি, মোরে, পেতে জয়-সুধা
মথিয়া কৌরব-বল-সাগর গভীর।
পাণ্ডব, কৌরব দোঁহে সমান আমার,
বিশেষতঃ, গুণ-শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির
মূর্ত্তিমান ধর্ম্মরূপ এ পাপ-ভুবনে।
তবু দেবি, বীর-ধর্ম্ম—আহ্বানে যে জন ৪০

প্রথমে, স্বপক্ষে তার যোঝে রণে যোধ ;
ভদ্র মদ্র-রাজ হের প্রমাণ, পরাণ !
জনমিল যবে তব অগ্রজ দুর্জ্জন
দুর্য্যোধন মহাবল, রাসভের সম
বিকৃত বিরাব করি, দুর্নিমিত্ত-চয়ে
হেরি কহিলা সুমতি মনস্বী বিদুর,
ত্যজিতে রাজায় তায় ; সুত-স্নেহ-বশে
ত্যজিলে না ভূপ যবে কুলাঙ্গার সুতে,
এ বিপুল কুরুকুল মজিবে নিশ্চয়
তখনি জানিল সবে দুঃখিত-হৃদয়ে ; ৫০
হায় রে, কর্ব্বুর-গর্ব্ব-দশানন তরে
মজিল সে কুল যথা, অথবা, যেমতি
কোটর-মধ্যগ-বহ্নি-দগ্ধ-তরু-কারণে
নিখিল কানন-কায়া হয় ছায়া-হীন।
জানি আমি কীর্ত্তি তার, জানে যথা নর—
আত্ম-তত্ত্ব-পরায়ণ আপন চরিত ;
হায় পাপী দুরাচার, কুন্তী-দেবী-সনে
বধিতে কৌন্তেয়-গণে হুতাশন-দাহে
রাখিল বারণাবতে, দানিল শৈশবে
পবন-নন্দনে বিষ ; হায় দ্যূত-দেবী ৬০
গান্ধার-নন্দনে আনি অন্ধরাজ মতে
হরিল নিখিল ধন, কি আর লিখিব
দোষ, কি না জান তুমি স্বগুণ সোদরে
যত ? তথাপি রহিতে দেহে প্রাণ, কভু

না পারি ত্যজিতে তায় ধরম-বন্ধনে।
হায়, অ-যাচকে দান-সম পাপকর,
যাচকে অ-দান দেবি, আশ্রিত-পালন-
ব্রত মহত্তম ভবে নিখিল করম-
হ'তে মহতের মতে, তবে কেন ফেল
সিন্ধু-সৌবীর-পতিরে অজ্ঞান-সাগরে— ৭০
কলুষ-কুম্ভীরে, তাপ-বাড়বে পূরিত,
যশঃ-প্রাণ-নাশী যাহা ভীষণ এ ভবে।
কি ভয় জীবনে মম জীবিত-ঈশ্বরি,
ঈশ্বর-প্রসাদে ? দানিলা দলিতে বর
পাণ্ডু-সুত চারি জনে, তপে তোষ লভি
দেব আশুতোষ দানে, অবশিষ্ট জনে
নারিবা কি নিবারিতে দিবসের তরে
ভারদ্বাজ—রাজগণ-গুরু, রাম-শিষ্য,
বিশ্ব-নাশ অ-সুকর নহে যাঁর করে;
ফাল্গুন-সমান দ্রৌণি, কৃপ পরাক্রমী, ৮০
দুর্য্যোধন দুর্য্যোধন রণে গদাধর,
বর্ম্মিতাঙ্গ কৃতবর্ম্মা, অঙ্গ-দেশপতি
মহাবীর, মহারথ আর আর যত ?
চিন্তায় ত্যজিয়া তাই, চিন্তা-বিনাশিনী
সুষুপ্তির চারু কোলে করহ বিরাম,
দিবসের শেষে পার্থ পশিলে অনলে,
রাজ-কাজ ত্যজি যথা দেব দিবাকর
অতল-জলধি-তলে, যাইব ও পুরে

যথা প্রবাস-নিবাসী স্ব-কাজ সাধিয়া
গেহে ; কিংবা বিচেতন শাবকের শোকে ৯০
কেশরী নিহত হ'লে বিষল-কৌশলে, (১)
ফেরে নিজ নিকেতনে শিকারী যেমতি ;
অথবা, সুচারু-শীলে, সিংহল-সমরে
ভস্মাক্ষ হইলে ভস্ম, প্রবীর রাঘব
আপন শিবিরে যথা নিজ-দল-সনে।

কি লজ্জা ? জীবন-ভয়ে রণ পরিহরি
করিবারে পলায়ন কে শিখা'ল তোমা
দ্বাপরে, অতুল-বীর্য্য আর্য্য-কুল মাঝে ?
শুনেছি ভাবিজ্ঞ-বিজ্ঞ-জ্যোতির্ব্বিদ-মুখে
কলিযুগে বঙ্গ দেশে আর্য্যের ঔরসে ১০০
জনমিবে হেন ভীরু কাপুরুষ যত ;
কেশরি-ঔরস-জাত শৃগালের সম
গড়িবেন ধাতা হায় নিয়তি বিপাকে
সে সবে, যবন হ'তে হীন-মন করি।
হায় রে, তাহার ছায়া আইল কেমনে,
বীর-অবতার এই দ্বাপর-মাঝারে ?
নিম্ন-বারি-কলুষিত জাহ্নবীর নীর
গোমুখীর মুখে কেন হইল পঙ্কিল

(১) বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে ব্যাঘ্রাদি বিনাশের নিমিত্ত বিষাক্ত-তীর-সংযুক্ত দীর্ঘাকার রজ্জু দ্বারা একপ্রকার ফাঁদ পাতিয়া থাকে, তাহাকে বিষল বা বিষাল কহে।

অকারণে ? কিংবা, সায়ন্তন-হীন প্রভা
ক্রমশঃ বিকাশে রবি মধ্য-দিন-পরে ১১০
যেমতি জগতে, তথা হেনভাব এবে
হতেছে মানসাকাশে নিয়তি-কারণে।
ভুলিব কেমনে হায় নয়নের মণি
মণিভদ্রে, শেষ-সুখ-কুসুমের বীজ,
যৌবনে মনোমন্দিরে মহোৎসবে যেন
প্রতিষ্ঠিত সুকুমার কুমারের রূপে
নিরন্তর, অন্তরে রাখিতে নারি যায়
ক্ষণকাল, প্রাণ-কান্তে, অন্তর হইতে ?
ভুলিব কেমনে দেবি, তব চন্দ্রানন,—
মানস-সরসী-মাঝে প্রফুল্ল-কমল— ১২০
প্রেমের মধুর রসে সদা সমুজল,
অনিন্দিতে, কৃতান্তের সুকঠোর করে
বিস্মৃতি-সাগরে মরি না পড়ি যাবত ?
বৃথা চিন্তা তাই প্রিয়ে, করি পরিহার
শান্তির সরসী-মাঝে অবগাহি তব
মরাল-মানস সুখ-সরসিজ-চয়ে
লভুক এখন, এই বাসনা আমার।

ইতি বীরোত্তর কাব্যে জয়দ্রথ-পত্রিকা নাম
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

(জাহ্নবীর প্রতি শান্তনু।)

[মহারাজ শান্তনু পত্নী বিরহে একান্ত কাতর হইলে, জাহ্নবী দেবী স্বীয় পুত্র দেবব্রত ভীষ্মের সহিত তাঁহার নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, রাজা তাহার নিম্ন লিখিত উত্তর প্রদান করেন। পাঠক-বর্গ মহারাজ শান্তনুর সহিত গঙ্গাদেবীর বিবাহ-বিবরণ মহাভারতের আদিপর্ব্ব-পাঠে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।]

বিষম-বিরহানল-তাপিত অন্তর
পাইল পরম শান্তি, তব লিপি পাঠে,
নিদাঘ-শোষিত সরঃ বারি-যুত যথা
বারিদ-প্রসাদে, কিংবা, দেবি, সুসাধক
(সাধ না মিটিলে যেই ত্যজে না সাধনা)
হেরিয়া অভীষ্ট-দেবী-তুষ্টির সাধন।
কি আশ্চর্য্য! স্বপনে অথবা জাগরণে
পাইনু এ লিপি, হায়, অমূল্য রতন
প্রাণাধিক সুত সনে? কেমনে বুঝিব,
হায় রে, মায়ায় তব চির-মায়াময়ি! ১
করিতে ভকতি-জাত বোধে সুবোধিনি,
ভকতি সহিত রত, যে বিধির বিধি,
সে বিধি করিলা বুঝি এ হেন বিধান,

ক্ষণিক দম্পতি-ভাবে করিতে বন্ধন
উভয়েরে, শাপভ্রষ্ট অষ্টবসু তরে।
স্ব-পুর স্বরগ-ধামে গেছে সপ্ত জন
তোমা হ'তে, অবশিষ্ট এ অষ্টম বসু—
দেবব্রত, চির-ব্রত ঘাটে যেন তার
নিরানন্দ এ হৃদয়ে চিরানন্দ দিতে,
আপন নন্দনে দেবি, দেহ এই বর। ২০
নাশিনু অনঙ্গ-পশু জ্ঞান-অসি-যোগে,
ধুইনু ভকতি-জলে কাম-গত মনঃ
ভুলিয়া দম্পতি ভাব, (ভোলে যথা হায়,
স্বপ্নান্তে স্বপন-লব্ধা পরাণ-কান্তায়
জ্ঞানী নর), তুলে দিনু স্মৃতি-পট হ'তে
পূরব যাবত কথা, তাল পত্র হ'তে
লিপিরে সলিল যথা, শৈলেশ-তনয়া—
ঈশান-গৃহিণী-জহ্নু কন্যা পদাম্বুজে
সাষ্টাঙ্গে শান্তনু আজি প্রণমে সাদরে
তব লিপি-লাভ বশে ; হায় রে, যেমতি ৩০
জনমিয়া সুত-রূপে জায়ার গরভে
নমে দেহী তারে বলি "জননী" এ বাণী,
ভুলি পত্নী-ভাব মনে পূরব-বিহিত)
অনঙ্গ-অন্তক-শিরোবাসিনি, বিমলে,
ভুবন-পাবনি, তব লভি পরিচয়
লিপি মাঝে, বিরাজে হৃদয়ে মহানন্দ,
বরষে আনন্দ-ধারা যুগল নয়ন,

বরিষার লাভে যথা অম্বুধর-চয়
অম্বু-রাশি মহী'পরে অম্বর হইতে।
ধন্য বলি গণ্য আজি করে আপনায়, ৪০
সুধাংশু-বিমল-কুল-সঞ্জাত শান্তনু
ক্ষুদ্রতর নর; দেবগণ, যোগী জন
লভে যেই ধন কঠোর তপের বলে,
হায়, সেই ধন আপনি আগত মম
হৃদয়-মন্দিরে কামনার কণা বিনা।
কিন্তু, ভাগ্য-দোষে দাস দোষী ও চরণে;
ক্ষম দেবি, নিজ গুণে, স্মরি সুতবরে
ক্ষমিও নিখিল দোষ পালকের তার,
অন্তিমে অন্তক-ভয়-নাশী তাপ-হর
ও রাজীব পদযুগ দিও এ হৃদয়ে, ৫০
সুখদে, বিবিধ সুখে আদিমে যেমতি
নিজগুণে, বরাভয়-বিধায়িনী তুমি।
অসংখ্য-জ্যোতিষ্ক-গুণি-জ্ঞানি-বিভূষিত
ভারত-গগনে দিন-মণির সমান
গরভ-সম্ভব তব, সন্তান-রতন
দেব-ব্রত; সঙ্গে করি লয়ে এবে তায়
চলিনু হস্তিনাপুরে, লভিয়া দ্রবিণে
যথা দরিদ্র মানব, মনের আনন্দে
যায় নিজ নিকেতনে। দিব যথাকালে
রাজ্য এর করে, যথা শশী ক্ষীণ-কর ৬০
নিশা-অবসানে জ্যোতি-বিতরণ ভার

দেন প্রতিদিন দিবাকর-কর'পরে।
লিখিয়া এ লিপিকায় কাঁদিনু অন্তরে,
কাঁদে যথা মূক জন, মানসিক ভাব
জানা'তে অপরে অপারক, মনোদুঃখে।
হায় রে, কেমনে লিপি পাঠাই তথায়,
যথায় স্বরগ-ভাগ করি সমুজ্জল
আছ তুমি, গঙ্গাদেবি, গঙ্গাধর সনে,
সিদ্ধ সাধ্যগণ যথা পশিবারে নারে,
দেবের দুর্লভ যাহা চারু জ্যোতির্ম্ময়? ৭০
শেষে যবে এই মনে করিনু নিশ্চয়
দিব পত্র পুত্র-করে সঁপিতে সলিলে
তব, জীবন-স্বরূপে, স্নেহদয়াবর্ত্তী
সুতে চিরদিন তুমি। হায় রে, ধরে না
নর না গেলে অপরে পতন সময়ে
ক্ষীণ তন্তু তৃণচয়ে আশার ছলনে?
তখন হইল মনে ভগীরথাশ্রমে,
হইবে আগতা আজি পূরব-নিয়মে,
(ভগীরথ দশহরা খ্যাত তাই ভবে)
এ হেতু চরণে তব সঁপিবার তরে ৮০
পাঠাইনু লিপিকায়, করহ গ্রহণ
দেবি, দয়াময়ী তুমি, নিজ দয়া গুণে।

ইতি বীরোত্তর কাব্যে শান্তনু-পত্রিকা নাম
নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

(উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবা।)

[উর্ব্বশী কেশি-নামক দৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃতা হইলে, মহারাজ পুরুরবা তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই সময়াবধি উর্ব্বশী রাজার রূপ-গুণে একান্ত অনুরক্ত ও ভরত ঋষির শাপে স্বর্গ-চ্যুত হইয়া রাজার নিকটে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। রাজা পুরুরবা ঐ পত্রের নিম্ন-লিখিত উত্তর প্রদান করেন।]

বিধুমুখি, লভি তব পীযূষ-পূরিত
লিপিকায়, নিমগন হ'ল কায় মন
আনন্দ-নীরধি-নীরে, কিন্তু ক্ষণ পরে
স-বিস্ময় এ হৃদয় হ'ল আচম্বিতে
স্বরগ-বাসিনী ভাবি রমণী-রতন,
শোভনে, তোমারে; হায়, কোন ভাগ্যবানে
যাচে সযতনে মরি আপনি রতন,
যাহে চাহে ত্রি-ভুবন চপল-হৃদয়ে ?
মথিয়া সাগরে যথা নিখিল অমর
লভেছিলা সুধা-ধন, তেমতি ললিতে, ১০
কেশি-হ্রদ বিমথিয়া সুকেশি, রূপসি,
লভিল এ নর কি গো ভাগ্যের অতীত
উর্ব্বশী—ত্রিদশ-বাসী-আনন্দ-দায়িনী ?
আনন্দ-দায়িনী মরি রূপের নিধান,

গুণের নিধান ধনী, হায় রে, কাঞ্চন
সুবাসিত যেন, কিংবা, শুভে, তব কায়া
স্বর্ণ-কমলিনী স্বরূপ-সৌরভময়—
ভারতে ভারতী যার আছে প্রচারিত।
কি আর বলিব ভাবে ? দিবে দেবগণ
সুধার অধিক যারে আদরে নিয়ত, ২০
এ হেন রতন তোমা করে অযতন,
আছে কি পামর হেন এ তিন ভুবনে ?
কি অভাব আছে তার এ মহীমণ্ডলে,
লভে যে সুভগ, মরি সুভগে, তোমায় ?—
অধর-সুধার পানে তৃষা-নিবারণে
হয় তার অমরতা, সফল নয়ন
হেরি অলি-যুগ-বিচুম্বিত সু-কমল-
সম নয়ন-পঙ্কজে ; বিদূরিত হয়
ও রূপ-মাধুরী হেরি বিষাদ-তামস,
চন্দ্রিকা নিরখি যথা নিশার আঁধার। ৩০
পুরাণ প্রসঙ্গে শুনি, হেরি নীচ নর
কমল-উপরি এক খঞ্জন বিহগে
লভয়ে নৃপতি-পদ, কমল-বদনে,
খঞ্জন-গঞ্জন তব নয়ন যুগল
ও মুখ-পঙ্কজোপরি হেরি ঐ ভূপতি
কি ফলে—কি সুখে শুভে, লভিবে কি জান,
অমর-পুর-বাসিনি, অয়ি প্রেমময়ি ?
ইন্দু-কুন্দ-সম-রুচি ও বরাঙ্গ সনে

মিলিলে এ অঙ্গ হায়, রহিবে কি জ্ঞান,—
যাহে সুখাসুখচয় করে নিরূপণ 　　　　৪০
নরগণ, হায় তবে জানিব কেমনে
সে সুখে ?—বিতরে যাহা, (মনে অনুমানি),
বাসন্ত-কুসুম জিনি নাসিকার সুখ,
রসনা-তৃপিতি চারু সহকার হ'তে,
প্রভাত-মলয়ানিল হ'তে ত্বাচ সুখে
নিদাঘে, মানস-দাহ বিনাশয়ে আশু।
　কি আর বলিব তোমা, অমৃত-ভাষিণি,
স্বর্গ-চ্যুত আজি তুমি প্রেমের কারণে
প্রেমাধীনে, কি সুখ সে স্বরগ-নিবাসে,
সবার প্রধান নহে পীরিতি-রতন 　　　　৫০
হায় রে, যথায় ? এস, তবে বরাঙ্গনে,
এ ভব-অঙ্গনে,—রঙ্গিল-মূরতি চারু
স্বরগ যথায়, দেয় সুরা সুধা-সুখে,
দম্পতি-কোমল-কায়া কাম-দুঘা সম,
কল্পতরু প্রেম-তরু যথা সুশোভিত
সুখময় কুসুম-পল্লবে, ভ্রমে যথা
সদা কাল নাশিয়া শাসনে কাল-ভয়,
বজ্রীর অধিক-বীর্য্য কন্দর্প সুরথী,
পরাক্রমী লোভ-রাজ বিরাজে সতত।
　এ ভব-ভবনে রহি নিত্য প্রজা-ভাবে 　　　　৬০
দিবে কর মোর করে, তাই কি পাঠা'লে
দেবি, প্রেম-লিপি—হৃদয়-আঁধার-নাশী.

যথা বালে, ঘনান্তরে পশিবারু কালে
চপলা বিতরে জ্যোতি, সে ঘনে আদরে ?
"বিকাইব কায় মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে"—
এ বাণী লেখনে তুমি রমণী-রতন,
লিখিলা কেমনে হায়, ভীতি-বিধায়িনী ?
যে দিনে, দুর্দ্দিন যথা আবরে অরুণে,
আক্রমিল আসি তথা কেশী মহাসুর ৭০
তব তনু, ললনে, মলিন হল তব
বিধুমুখ, যথা বিধু বিধুন্তুদ-মুখে ;
ঝরিল নয়নে ধারা মুকুতা-আকার
শোকানল-তাপে, অন্তর-সন্তাপে যথা
বক-যন্ত্র-মুখে ঝরে নীর-বিন্দুচয়
অবিরাম-গতি ; বিলাপিলা উচ্চরবে,
বিলাপে যেমতি তরঙ্গিণী পতিপাশে
যাইবার কালে প্রতিকূল-বায়ু-বশে ;
তখনি অমনি মম পশিল শ্রবণে
কোমল-কামিনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সে রব, ৮০
ধাইনু অমনি আমি অভয় দানিয়া
আশু নিষ্কোষিয়া অসি সরোষে তখন।
দমিনু সে মহাসুরে যে রূপে সুন্দরি,
চিত্রলেখা-সখী-মুখে শুনেছ সে সব।
মুক্ত করি তোমা দেবি, ও রূপ-সাগরে
জীবন সর্ব্বস্ব মম, সঁপিনু সাদরে,

সুরধনী-নীরে দেহ ঐরাবত যথা।
কি দিয়া কিনিবে তাই, তব কায় মন
অ-ধন এ জন? কিনিয়াছ বিনা মূলে
এ দাসে রূপসি, বেচ যদি বিনা মূলে ৯০
অই কায়-মনঃ, পীরিতি বাজারে মোরে,
(প্রেমাধীনা শশি-কলা চকোরে যেমতি)
তা' হ'লে কিনিতে পারি, আনন্দিত মনে।
ঘৃণিলে তোমায় শুভে, আরম্ভিবে তপঃ
কি ধন লাভের তরে, তপঃফল যত—
সুরূপ, স্থির যৌবন, সুগুণ-রতন
কর-গত সব তব, চির-ভাগ্যবতি!
ঘৃণা-আদি দূরে যা'ক কর ঘৃণা-দান
ঘৃণিত মানব মোরে, রাখিব যতনে,
যথা রাখে জল-পতি হৃদয়-মাঝারে ১০০
প্রেম-বশে চিরদিন জাহ্নবী-জায়ায়।
পত্রিকা-বাহিকা সখী চিত্রলেখা নাম,
তার করে এ উত্তর করিনু প্রদান,
উদয়-পূরবে যথা আলোক-মালায়
বিতরে নলিনী তরে প্রেমিক তপন।

ইতি বীরোত্তর কাব্যে পুরুরবা-পত্রিকা নাম
দশম সর্গ

একাদশ সর্গ।

(জনার প্রতি নীলধ্বজ।)

[মাহেশ্বরী পুরীর অধিপতি রাজা নীলধ্বজের পুত্র যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব অবরুদ্ধ করাতে, অর্জ্জুন ঘোরতর যুদ্ধে করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। অনন্তর, রাজা নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সহিত সন্ধি করিয়া যজ্ঞাশ্ব পরিত্যাগে সম্মত হন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তেজস্বিনী মহারাণী জনা পুত্র-শোকে একান্ত কাতর-হৃদয়া এবং শত্রুর সহিত সন্ধিতে নিতান্ত বিরক্তা হইয়া রাজার নিকটে একখানি পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা ঐ পত্রের নিম্ন-লিখিত উত্তর প্রদান করেন।]

কেন প্রিয়ে, দেব-রূপী প্রবীর শিশুর
শৈশব-যৌবন স্মরি সহিছ যাতনা—
ঘোরতর? পরিহর এবে শোক-তাপ—
বিফল, কেবল ফল হৃদয়-বিকার,
বল-হানি, চপলতা, দেহি-ভাগধেয়ে
অবশেষে আত্ম-হত্যা-পাপানল-দাহ।
নিয়তি-বন্ধনে হায়, কে ফিরায় বল,
পারে কি লূতার তন্তু—মক্ষিকা-বন্ধন,
বাঁধিতে বরাঙ্গ মরি বিহঙ্গম-রাজে?
অথবা বালুকা-রাশি সলিল-রাশিরে　　　১০
রোধিতে কি পারে প্রিয়ে, হায় রে তোমায়
কি বলিব?—সুত-শোক সু-বিষম শেল

পশেছে হৃদয়ে যার, চির-শান্তি-হারা
সেই, হায় মণি-হারা ফণিনী-সমান
ভবে, কিংবা বিষ-ধর সু-বিষ-দশন-
হীন যথা। বিদারিত-চিত গিরিবর
প্রস্রবণ-রূপ শোক নিস্রবণ করি
প্রকাশে না দুখ তার ? কুসুমিতা লতা
ক্ষীর-পাত ছলে কাঁদে না কি নিরন্তর—
যবে ছিঁড়ে তার মরি নিদয় মানব ২০
ফুল-দলে ? শোকময় এ ভব-ভবন।
কিন্তু কান্তে, শোক-রোগ-শান্তির ভেষজ
কেবল রোদন ; তড়াগের পূর-পীড়া-
প্রতীকার যথা প্রবাহ-সাধন শুধু।
রোদন জীবনময় তবু শুভ নহে
চিরদিন,—কায়াধার-জীবন-হরণ !
হের, রাহু শশিকলা ক্ষণেকের তরে
গ্রাসে লোক-হিত-হেতু—নিখিল সলিলে
গোমুখীর মুখ-গত পূত বারি করি,
তবু কি হইলে ভবে চির-উপরাগ ৩০
হয় হিত কভু, শুভে, পরিহর প্রিয়ে,
তাই এই ভীম ভাব, যে ভাবে অভাব
কভু যা'বে না সুন্দরি, পাবে না হৃদয়ে
শান্তি-কণা এ জীবনে। হায়, নিরদয়
শমনের মন কি গো গলিবে ললনে,
এ বৃথা বিলাপে তব ? গলে কি পাষাণ

শত বরষা-পতনে ? হা প্রিয়ে, কঠোর
কাল ত্যজে কি কখন আপন ধরম ?
অমা-নিশা-হীন মাস হেরে কি জীবনে
কাতরা চকোরী কভু, পাপ-কাল তরে ? ৪০
সু-বীর প্রবীর মম সন্তান-রতন
সম্মুখ-সংগ্রামে পড়ি গেছে স্বর্গ-ধামে,
পালিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, সাধিয়া সমরে
কুলের উচিত যত সাধু-আচরিত
বীর কাজ, অনুপম বীরত্ব বিকাশি
দণ্ডিয়া পাণ্ডব-সৈন্যে কোদণ্ড টঙ্কারি।
কি দুখ তাহার তরে ? মৃত্যু ? মৃত্যু হায়
না হইবে ভবে কার ? মরত-নিবাসী
অমর, কে কোথা কবে ? জীবন-তটিনী
চির-স্থির-নীরা মরি ভব-মরুভূমে ৫০
হয় কার ? সু-লোচনে, অকাল-মরণ ?
অকালে কে মরে প্রাণ, না ফুরা'লে আয়ু,
যায় কি কখন জীব শমন-ভবনে ?
অসম্ভব ন্যায়-পর ঈশের শাসনে
অকাল-মরণ তাই ; তবে যে কহিবে
তুমি, থাকিতে আমরা, গেল পুত্রবর—
শত্রু-বিনাশী সমরে, তরুবর যথা
শাখা-হীন সু-কঠোর কাঠুরিয়া-করে,
কিংবা দেবি, চূর্ণ-শৃঙ্গ অশনি-সম্পাতে
গিরিবর যথা, তেমতি হইনু মোরা, ৬০

হেতু তাঁর জ্ঞানবতি, কঠোর-নিয়তি।
প্রেয়সি, ভাবিয়া দেখ, মৃত্যুর বিষয়,
নূতন বসনে প'রে যথা নরগণ
ত্যজি পুরাতন বাসে, তথা দেহিগণ
নির্ম্মোক-নির্মুক্ত ভুজঙ্গমের সমান
ত্যজে দেহ-আবরণ, অজর অমর
আত্মা চিদানন্দময়, তবু যে বিলাপে
লোক মায়ার ছলনে ভুলি ভূত-ভাবী,
মায়া-বিরচিত পাশ কারণ তাহার।
তাই দেবি, দেহ ক্ষয়ে, ক্ষয়ে না যে পাপ, ৭০
সেই মায়া পরিহরি, স্থির করি মন,
ভজ হরি—জ্ঞান-তরি-বিধায়ী সেবহে।
"নর-নারায়ণ পার্থ" কেমনে প্রত্যয়
না করিবে সুবোধিনি,—মহা-ঋষি-মত ?
তবে যদি বল তুমি, স্বৈরিণী-গরভে
কি হেতু জনম তাঁর ? মুক্তা-ফল শুক্তি-
মাঝে, সুপঙ্কে পঙ্কজ, লবণ-সমল
নীরধি-গরভে জাত সুধা অনুপম
যে কারণে, হায় সুলোচনে, যে কারণে
মলিন খনির মাঝে মণির সম্ভব, ৮০
প্রাণাধিকে, সে কারণ কারণ হেথায়।
কৃষ্ণায় কুলটা বলি কেন চারু-শীলে,
নিন্দিলে আপন-মতে ? এক স্বামী যার
পঞ্চ-অংশে অবতীর্ণ অবনী-ভিতরে.

কেন না ভজিবে সেই পঞ্চ জনে সম ?
   ব্যাসের অশেষ গুণ বিদিত ভুবনে,
রচিলা পঞ্চম বেদ ভারত যে জন,
বিতরি পুরাণ-কর ভারত-গগনে
নাশিলা তিমির ঘোর, হায় হেন জনে
নিন্দিলা ভামিনি, কেন ? ধীবরী-গরভে ৯০
জনমে গুণের হানি কিবা বল তাঁর ?
লবণ-জলধি-জাত ধূম-যোনি ঘন
বিতরে সুধার ধারা—ধরণী-জীবন,
কে না জানে এ ভুবনে ? হায়, কে না জানে
ভুবন-তাপিনী শিখা জীবন-জননী ?
   পুরাবৃত্তে কুরুকুল-উৎপত্তি-বারতা
লিখিত যে ভাবে, তাহা নহে দূষণীয়
এই যুগে,—পাপকলি না পশে যাবত।
সনাতন ধর্ম্ম মান্য আদি যুগ-ত্রয়ে।
   অব্যর্থ প্রহরী পার্থে কেন অকারণে ১০০
প্রকাশ অসূয়া, দেবি, কুরুক্ষেত্র রণে
মাধব-মনীষা-বলে পাণ্ডব নিচয়
লভিলা বহুল লাভ, কিন্তু তাই বলি
কেমনে না বলি বীর ধনঞ্জয়-শূরে ?
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল ফাল্গুন
কাহার সাহায্য-বলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,
কৃপ, অশ্বত্থামা শূরে দুর্য্যোধন সহ ?
কে করিল আনুকূল্য অতুল্য সময়ে

অরাতি কিরাত-বেশী শূলী শম্ভু সনে ?
কে পৃষ্ঠ-পোষক তার হইল ললনে, ১১০
হিরণ্য-পুর-নিবাসি-বিনাশ-সময়,
কিংবা, কালকেয় গণে নিবারণ-কালে ?
পিতামহ-গুরু-নাশ দোষ দান করি
নিন্দ ধনঞ্জয়ে কেন হায় অকারণে ?
কৌরব-গৌরব-রবি শান্তনব বীর
কাম-মৃত্যু, নিজে কায় ত্যজিলা আপন ;
গুরু-বধে মত-হীন ফাল্গুনে কি দোষ ?
দ্রোণের নিধনে দেবি, যাদব নিদান ;
তরণি-তনয় কুন্তী-কুমারী-সম্ভব
পাপ-পরায়ণ নীচ-সূত-সহবাসে, ১২০
বধিতে সে নরাধমে রণের নিয়ম-
লঙ্ঘন-পালন কিবা সম্মুখ-সংগ্রামে ?—
অন্যায় সমরে মূঢ় বধিল বালকে—
বি-রথ, নিরস্ত্রশস্ত্র, বর্ম্ম-চর্ম্ম-হীন !
কৃষ্ণের সাহায্য যাহা করিলে উল্লেখ,
বৈনতেয়-রূপে যবে সুভদ্রা-সুধায়
বৃষ্ণি-কুল-বিধু হ'তে আনিল হরিয়া
পার্থ মহাযশা, বীর্য্য-মদে—প্রেম-মদে
মত্ত করী যথা দলিয়া নলিনী-দল,
নিবারিল তায় তবে কোন্ বীরবর ১৩০
শোভনে, বল না এবে ? পতগের বৃত্তি
অলি ধরে কি ধীমান, জ্বলন্ত জ্বলন-

সম ধনঞ্জয়ে হেরি ? তাই, ত্যজি মান
বাসুদেব-বলরাম-আদি বীরগণ
মিত্র-ভাবে নত-শিরে বন্দিলা ফাল্গুনে,
তবে দেবি, নীলধ্বজে আজি অকারণে
কেন দোষো, রোষো তায় রাজনীতি-বিধি
লঙ্ঘিয়া—অলঙ্ঘ্য যাহা রঙ্গিল ভুবনে ?
অভিন্ন-হৃদয়ে, তাই ত্যজি অন্য ভাব
সহধর্ম্মী সনে সমধর্ম্মের ধারণে, ১৪০
লভ শান্তি, গুণবতি, স্মরিয়া নিয়তি।
অয়ি প্রিয়ে, রাজাসনে বসেছি যখন,
হয়েছে মমতা-দয়া-রহিত তখন
এ পাপ হৃদয় মম, কিন্তু রাজ-পদ
এ হেন বিপদ-পদ কে ভাবে ভুবনে ?
ভাসিছে প্রেয়সি, তব হিয়া আঁখি-নীরে,
বিদরে হৃদয় মম তনয়ের শোকে,
তবু কেন সভা মাঝে গাইছে নাচিছে
নট নটী, সম্ভাষিছে এ পাপ রসনা
পুত্রহা অমিত্রে আজি মিত্রবর বলি, ১৫০
কারণ ইহার দেবি, শুন মন দিয়া—
এক-সুত-শোকে আজি কত ঘোর জ্বালা
জানিছ সকলি, স্মর-রিপু সনে যুঝি
তুষিল স্ব-বলে যেই, ফাল্গুন-আগুনে
হেন, সন্তান-সমান বীর প্রজা-শতে
আহুতি দানিব হায় কেমনে এখন

জানিয়া ভাবীর ভাব ? তাই গুণবতি,
স্খলিত প্রবীর-শোকে অশ্রুধারা-চয়
সুখময় আঁখি-নীর ভাবিছে সকলে
কপট-আনন্দ-হেতু এবে, অ-নিন্দিতে ! ১৬০
ভুবন-পাবনী গঙ্গা, অম্বুমাঝে তাঁর
ত্যজি দেহ, যাবে তুমি সে স্বরগ দেশে—
যথায় প্রবীর বীর গত রণ-হেতু,
বৃথা এ বাসনা তব, প্রদোষে যেমতি
বিভিন্ন দেশ-বিহারী বিহগ-নিচয়
কুলায় মিলিত হয় ক্ষণ কাল তরে
ব্যাধ-দেশে, শেষে সবে বিভিন্ন পিঞ্জরে
বদ্ধ হয় নিরদয় কিরাতের করে ;
অথবা, অঙ্গার বায়ু অম্ল-জল সনে
জীব-দেহে ক্ষণ তরে মিলিয়া যেমতি ১৭০
প্রখর রবির করে তরু-লতিকার
পর্ণ যোগে ভিন্ন হয়, কিংবা, চারু শীলে,
যেমতি বিবিধ পথে পথিক-নিচয়
গমন-সময়ে মিলে নিমেষের তরে
চতুষ্পথে, তেমতি এ ভবে সবে মিলে
ক্ষণ তরে, প্রেত-পুরে পুনঃ সে মিলন
অসম্ভব, শোকাবেগ সম্বর সুন্দরি !

ইতি বীরোত্তর কাব্যে নীলধ্বজ-পত্রিকা নাম
একাদশ সর্গ।